2 – year B. Ed Programme

Part – I

Method Paper : সংস্কৃত

UNIVERSITY OF BURDWAN

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

Golapbag, P.O – Rajbati,

Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

শ্রী রামকৃষ্ণ মোহান্ত

(বিভাগ-খ, একক- ৩,৪,৫,৬,৭,৮)

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

দিশারী কলেজ অফ এডুকেশন, বর্ধমান।

শ্রী অসিত কুমার জানা

(বিভাগ-ক, একক- ১,২)

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল অফ এডুকেশন, বাঁকুড়া।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)

ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান—৭১৩ ১০৪

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

CONTENTS

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
	বিভাগ- ক	
একক - ১ :	অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়বস্তু	১
একক - ২ :	শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ একক বিশ্লেষণ	১৪
	বিভাগ- খ	
একক - ৩ :	ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব	৩২
একক - ৪ :	সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (ক)	৪০
একক - ৫ :	সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (খ)	৪৮
একক - ৬ :	সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (গ)	৫৪
একক - ৭ :	ভুল বানান ও তার পরিশুদ্ধিকরণ	৬৩
একক - ৮ :	পাঠ সহায়ক উপকরণ	৬৬

বিভাগ - ক

একক - ১ : অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়বস্তু

১.১. অনুশীলনী

১.২. সহায়ক পুস্তক

১. প্রভাত–বর্ণনম্

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সরোবরে ও উদ্যানে কী কী বিকশিত হয়েছে?

২. প্রভাতকালে কারা মধুপান করে?

৩. গরু নিয়ে কে মাঠে যায়?

খ. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. ছাত্রা: **পাঠে** অভিনিবেশং কুর্বন্তি

২. কৃষকা: **ধেনুভি: সহ** ক্ষেত্রং গচ্ছন্তি

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. ক্বিকশন্তি

২. কূজন্তি

৩. কুর্বন্তি

ঘ. সংস্কৃতে অনুবাদ করুন :

১. পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্যের প্রকাশ হয়েছে।

২. বাগানে পুষ্পগুলি বিকশিত হয়েছে।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''নিশা বিগতা, পূর্বগগনে সূর্য: উদেতি''- এই বাক্যটি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? গল্পটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ:

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. রবীন্দ্রনাথ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম কী?

২. তিনি কী উপাধি লাভ করেছিলেন?

৩. কে গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন? তিনি গীতাঞ্জলির জন্য কোন পুরস্কার লাভ করেছিলেন?

৪. রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. সমুন্নতে

২. কাব্যমিদম্

৩. বিশ্বপ্রেমিকশ্চ

৪. উপাধিমলভত্

গ. ব্যুৎপতি নির্ণয় করুন :

১. অজায়ত্

২. আসীত্

৩. অকরোত্

৪. স্মরন্তি

ঘ. সংস্কৃত অনুবাদ করুন :

১. রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২. তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. 'কবিগুরু বরীন্দ্রনাথ' গদ্যাংশে কাকে 'রত্নপ্রসবিনী' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কেন? রবীন্দ্রনাথ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর বাবার নাম কি ছিল? তাঁকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল? তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৩. বিদ্যাসাগর :

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ''ঈশ্বরচন্দ্রো দয়ায়া অপি সাগর আসীত্''- ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় ও কবে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁকে দয়ার সাগর বলা হয় কেন?

২. ''সঃ বর্ষসু ঝটিকা-বিক্ষুব্ধং দামোদরনদং সন্তরণেন অতিক্রান্তবান্''- এখানে 'সঃ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এবং তিনি কেন নদী সাঁতরে ছিলেন?

৩. 'বিদ্যাসাগর': গদ্যাংশে কাকে পুরুষসিংহ' বলা হয়েছে এবং কেন? 'পুরুষসিংহ' শব্দের অর্থ কী?

খ. **সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

১. বিদ্যাভ্যাস

২. মার্গস্থালোকে

৩. পবিত্বাপি

৪. ইত্যুপাধিনা

গ. **প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :**

১. পবিত্বাপি

২. করোতি

ঘ. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন :**

১. বীরসিংহনাম্নি **গ্রামে** অজায়ত

২. তস্য **পরোপকারস্য** উপমা বিরলা

ঙ. **সংস্কৃতে অনুবাদ করুন :**

১. ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র গৃহে জন্মে ছিলেন।

২. যেহেতু শৈশবে খুব কষ্টের মধ্যে তিনি লেখাপড়া বা বিদ্যাভাস করেছিলেন।

৪. बर्धमानेश्वर: शिब:

ক. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. বর্ধমানেশ্বর শিবের মন্দির কোথায় অবস্থিত?

২. বর্ধমানেশ্বর শিবের সম্পর্কে জনপ্রবাদগুলি কী কী?

খ. **সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

১. বৃহদাকার:

২. নমস্কুর্ম:

৩. মন্দিরমস্তি

গ. **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন :**

১. অস্তি

২. শ্রূয়তে

৩. স্মৃত্বা

ঘ. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. স্থানে

২. শিবায়

৩. বর্ধমানেশ্বরম্

ঙ. সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :

১. বর্ধমানের আলমগঞ্জে একটি শিবের মন্দির আছে।

চ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''অয়ম্ উত্কল প্রদেশস্য ভুবনেশ্বর শিবমূর্তে: বৃহদাকার: ''- 'অয়ম্' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এই বৃহদাকার মূর্তিটি কোথায় আছে এবং তার সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

৫. বুদ্ধিবলম্

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ''বুদ্ধিবলম্''- এই গল্পে বৃদ্ধ শশক কী চিন্তা করেছিল?

২. উত্তরাপথে মন্দরপর্বতে কে বাস করত?

৩. বনের পশুরা মিলে কী স্থির করেছিল?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. এবমস্তু

২. একৈক:

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. আগচ্ছত্

২. আগত:

৩. দর্শয

ঘ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. ত্বয়া

২. শশকেন

ঙ. সংস্কৃত অনুবাদ করুন :

১. সিংহ পশুগণের রাজা।

২. যে প্রতিদিন পশু বধ করে।

৬. মুনি-মূষিক-সংবাদ

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মহাতপা নামক মুনি কোথায় বাস করতেন? আশ্রমের নিকট মুনি কী দেখলেন?

২. 'নীচ: শ্লাধ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি'- 'মুনিমূষিকসংবাদ' গল্পে কাকে 'নীচ' বলা হয়েছে? কে তার প্রভু ছিল? 'শ্লাধ্যপদং' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. পুনশ্চ

২. মূষিকমিব

গ. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. ভ্রষ্টম্

২. দৃষ্ট্বা

৩. বিচিন্ত্য

ঘ. সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :

১. গৌতমারণ্যে এক মুনি বাস করতেন।

২. তাঁহার একটি ইঁদুর ছিল।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''নায়ং ব্যাঘ্র:, অয়ং মূষিক:''-কারা কাকে দেখে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছে? কেন তারা এই মন্তব্য করেছিল? এই মন্তব্যের ফলে কী ঘটেছিল?

৭. অবিবেকস্য পরিণাম:

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ''সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ ইতি''-সহসা কাজ করে তিনি কী ফল পেয়েছিলেন?

২. মাধব কোথায় বাস করতেন? তিনি কেন রাজপ্রাসাদে গিয়েছিলেন?

৩. ''মুঢ়ো ব্রাহ্মণ: নকুলাদ্ যথা''- এখানে কোন ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে? কেন মূঢ় বলা হয়েছে?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. অত্রান্তরে

২. কশ্চিত্

৩. কৃষ্ণসর্পস্চ

গ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. **उज्जयियां** माधवो नाम विप्रः आसीत्

২. स विप्रो **मनसि** चिन्तयतिस्म

৩. नूनं मे शिशुः **नकुलेन** हतः

ঘ. সংস্কৃতে অনুবাদ করুন :

১. ব্রাহ্মণপত্নী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

২. ব্রাহ্মণ নকুলকে রেখে রাজবাড়ি গিয়েছিলেন।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''नूनं मे शिशुः नकुलेन हतः''—इति। — এই কথাটি কে কাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন? তিনি কেন এরূপ কথা বলেছিলেন? এই কথা বলার পর তিনি কী করেছিলেন?

৮. आचार्य्य-छात्रयोः-संतापः

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিকাশ কোথায় পড়ে?

২. বিকাশের বাবা কী করে?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. इत्युपधारी

২. इत्युक्ता

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. आगतः

২. भवामि

৩. पठितुम्

ঘ. সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :

১. আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি।

২. আমার বাবার নাম তিমির কুমার মন্ডল।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''छात्रः — स माध्यमिक विद्यालये शिक्षकतां करोति''- এখানে ছাত্রটি কে? ছাত্রের পিতার নাম কী? 'স' বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে? তিনি কী করেন?

৯. দৃষ্টবুদ্ধেঃ পরিণামঃ

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. জেলে কোথায় বাস করত?

২. সে কার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল?

৩. জেলের জাল কোথায় আবদ্ধ হয়েছিল?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. কীলকেনাবদ্ধম্

২. কশ্চিচ্চৌরো

৩. সলিলাদুত্থায

গ. ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন :

১. প্রক্ষিপত্

২. উদ্ধর্তুম

৩. দৃষ্ট্বা

৪. অপহৃত্য

ঘ. সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :

১. এক গ্রামে সলিল দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

২. তিনি নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সাপ দেখতে পেলেন।

ঙ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. **কেনচিত্** কীলকেনাবদ্ধম্

২. **বেগেণ** জলমধ্যে নিপতিতঃ

১০. গুরুভক্তি

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শিষ্যের কী নাম ছিল?

২. বিখ্যাত আচার্য কে ছিলেন?

৩. আচার্য শিষ্যকে কী আদেশ দিয়েছিলেন?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. মনোযোগেন

২. শয়নম্

৩. অপগত:

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. করোতি

২. ক্ষেত্রাত্

৩. আলোক্য

ঘ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. **ক্ষেত্রাত্** চ জলম্ বহি: যাতি

২. আরুণি: **ক্ষেত্রম্** যাতি স্ম্

১১. সিংহ-মুষিক-কথা

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'সিংহমুষিক কথা' গল্পে দুর্দান্ত নামক সিংহ কোথায় বাস করত? কে প্রত্যহ তার কেশর ছেদন করত?

২. সিংহ কোন অরণ্যে বাস করত? সে কোথায় নিদ্রিত হয়েছিল?

৩. ইঁদুরটি কাহার আর্তনাদ শুনেছিল? আর্তনাদ শুনে সে কী করল?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. পৃষ্টোপরি

২. অহমচিরাত্

৩. যথাভিমতম্

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. গত:

২. হন্তুম্

৩. ছিন্নবান্

ঘ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. একস্মিন্ **অরণ্যে** এক: সিংহ: প্রতিবসতিস্ম্

২. অহমচিরাত্ ভবন্তং **পাশাত্** মোচয়ামি

ঙ. **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. ''অহমচিরাত্ ভবন্তং পাশাত্ মোচযামি - 'অহম' শব্দের দ্বারা কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? বক্তা কখন এরূপ বলেছিল? কীভাবে বক্তা সিংহটিকে রক্ষা করেছিল? গল্পটির নীতি শিক্ষা কী?

১২. ধূর্ত্তত্রয-কথা

ক. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. কোথা থেকে কীসের জন্য ব্রাহ্মণের নিকট আহ্বান এসেছিল?

২. মিত্র শর্মা কে ছিলেন? তাঁকে দেখে ধূর্তরা কী মন্তব্য করেছিল?

৩. ''যদ্যেষ:ঘাগ: কেনাণ্যুপায়েন লভ্যতে তদা মতিপ্রকর্ষো ভবতি'' - কারা কোথায় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে?

খ. **সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

১. যদ্যেষ:

২. কেনাণ্যুপায়েন

৩. কিমিতি

গ. **কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :**

১. অস্তি কল্যানপুর **গ্রামে** মিত্রশর্মা নাম দ্বিজ:

২. কিমিতি ত্বয়া কুক্কুর: স্কন্ধেনোহ্যতে

ঘ. **সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :**

১. রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি ছিলেন।

২. সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়।

ঙ. **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. 'নায়ং শ্বা, যজ্ঞশ্ছাগোঽযম্'' - কে কাকে একথা বলেছেন? বক্তা কখন এই উক্তি করেছেন? বক্তার এই উক্তি কতখানি সত্য? বক্তা কাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন? গল্পটি পড়ে কী শিক্ষালাভ হল?

২. 'ধূর্ত্তত্রয় কথা' গল্পে ব্রাহ্মণের নাম কী ছিল? তিনি কেন গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন? কারা তাঁকে দেখেছিল? তারা কীভাবে তাকে প্রতারিত করেছিল? এই গল্প থেকে আপনি কী শিক্ষা লাভ করলেন?

১৩. কূর্ম-হংসদ্বয়-কথা

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'কূর্ম-হংসদ্বয় কথা' - গল্পটি থেকে কী শিক্ষালাভ করা যায়?

২. কূর্মহংসদ্বয় কথা- গল্পে 'যুস্মাভিস্মৈ খাদিতব্যম্'- উক্তিটি কার? ফলতঃ কী ঘটেছিল?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. তচ্ছ্রুত্বা

২. কূর্মমালোক্য

৩. কিমহ্মজ্ঞ:

গ. ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন :

১. ব্রুত:

২. নেতব্য:

৩. ক্যাপাদিতশ্চ

ঘ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. তে কুশলম্

২. কিন্তু কেন **প্রকারেণ** ত্বং অন্যং জলাশয়ং গমিষ্যমি

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''সুহৃদাং হিতকামানাং যো বাক্যং নাভিনন্দতি।

স কূর্ম: ইব দুর্বুদ্ধি: কাষ্টান্ ভ্রষ্টো বিন্শ্যতি।।''- এই শ্লোকটি কোথায় দেখতে পান? গল্পটি সংক্ষেপে লিখুন এবং এই গল্পের গুরুত্ব লিখুন।

১৪. উপদেশামৃতম্

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বন্ধু কে?

২. কোন বিদ্যা কার্যকরী নয়?

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১. উত্সবে ব্যসনে ..... যস্তিকৃতি স .....।

২. পুস্তকস্থা তু ..... পরহস্তগতং ধনম্।

গ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রকৃত বন্ধু কে? কোন বিদ্যা কার্যকরী নয়? 'सर्वमत्यन्तगर्हितम्' উল্লিখিত উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৫. মাতৃ-পিতৃ-স্তোত্রম্

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. পিতা কার অপেক্ষা অধিক পূজনীয়?

২. পিতা তুষ্ট হলে কে কে তুষ্ট হন?

৩. পিতা অপেক্ষা মাতাকে কেন গরীয়সী বলে বিবেচনা করা হয়?

খ. প্রকৃত প্রত্যয় নির্ণয় কর :

১. जायते

২. जीवति

৩. प्रीयन्ते

গ. সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন :

১. জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ

২. ত্রিভুবনে মাতার তুল্য গুরু নাই

ঘ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. 'মাতৃ পিতৃস্তোত্রম্' কবিতায় মাতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলি উল্লেখ করুন। পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য কী তা উল্লেখ করুন।

২. ''पितरि प्रीतिमापने प्रीयन्ते सर्वदेवता'' - পিতাকে 'স্বর্গ' বলা হয় কেন? পিতাকে 'ধর্ম' ও 'পরম তপস্যা' বলা হয় কেন? পিতার সন্তুষ্টিতে সকল দেবতা কীভাবে সন্তুষ্ট হন?

৩. ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी'' - জননী ও জন্মভূমি বলতে কী বোঝেন? কারা স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেন?

১৬. সুভাষিতানি

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উদার চরিত্রযুক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কী?

২. সুখ, দুঃখ কেমনভাবে আবর্তিত হয়?

৩. কার্য সিদ্ধির জন্য কীসের প্রয়োজন?

৪. অধম, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তির স্বরূপ কীরকম?

খ. সন্ধি বিচেছদ করুন :

১. সত্যমপ্রিয়ম্

২. নানৃতং

৩. বসুধৈব

গ. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

১. নাস্তি

২. উত্সৃজেত্

৩. নমন্তি

ঘ. কারক বিভক্তি নির্ণয় করুন :

১. 'কুরু **পুণ্যমহোরাত্রং** স্মর নিত্যামনিত্যতাম্।'

২. ন হি সুপ্রস্য **সিংহস্য** প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

ঙ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ''সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা
চক্রবত্ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।।''

উক্ত শ্লোকটি কোন কবিতার অন্তর্গত? সুখ এবং দুঃখ বলতে কী বোঝায়? সুখ এবং দুঃখকে কীভাবে গ্রহণ করা উচিত? সুখ এবং দুঃখ মানবজীবনে কীভাবে আবর্তিত হয়?

২. ''অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।''

— আত্মীয় পর বলতে কী বোঝায়? কাদের মধ্যে এরূপ চিন্তা উদিত হয়? উদার হৃদয় ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়? উদার হৃদয় ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য কী?

১৭. সরস্বতীস্তোত্রম্

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে?

২. দেবী সরস্বতী কী বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন?

৩. কার দ্বারা দেবী অর্চিতা হন?

খ. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

১. নমস্তে

২. বিশালাক্ষি

৩. নমোঽস্তুতে

গ. সংস্কৃতে অনুবাদ করুন :

১. দেবী সরস্বতী বিদ্যার দেবী।

২. দেবী আমাদের বিদ্যা ও জ্ঞান প্রদান করেন।

ঘ. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. 'सरस्वतीस्तोत्रम्'-এই পাঠ্যাংশ অবলম্বনে সরস্বতীর রূপ বর্ণনা করুন। তিনি কাদের দ্বারা উপাসিত হন এবং কেন?

১.২. সহায়ক পুস্তক

১. সংস্কৃত পরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ) — বেঙ্গল শিক্ষক সমিতি।

২. সংস্কৃত প্রভা (দ্বিতীয় ভাগ) — ড: শিবশঙ্কর সরকার।

৩. সংস্কৃত পাঠম্ বোধিনী —

৪. ভাষা সোপানম্ — কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ চন্দ্র দত্ত।

৫. দেবভাষা প্রবেশ — শ্রী গিরিজাচরণ বিদ্যারত্ন।

একক - ২ : শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ একক বিশ্লেষণ

(Pedagogical Analysis)

২.১. ভূমিকা

২.২. উদ্দেশ্য

২.৩. শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ একক বিশ্লেষণ সংখ্যা - ১

২.৪. শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ একক বিশ্লেষণ - ২

২.৫. শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ একক বিশ্লেষণ - ৩

২.৬. সহায়ক পুস্তক

২.৭. প্রশ্নাবলী

২.১. ভূমিকা :

Pedagogy হল Science of instructions based on practical philosophy and on psychology. Pedagogical Analysis বলতে বোঝায় শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। 'Pedagogy' শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Pedagogy' থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'ক্রীতদাস', যারা শিশুদের স্কুল থেকে বাড়ি আনা-নেওয়া করতো। 'Paida' কথাটির অর্থ হল 'শিশু' অর্থাৎ 'শিশুদের শেখানো'। তাকে কখনো কখনো শিক্ষণের কৌশল হিসেবে ধরা হয়। ব্রাজিলিয়ান্ শিক্ষাবিদ Paulo Freire বয়স্কদের শিক্ষণের কৌশলকে 'Pedagogy' বলেন। Pedagogical Analysis বা শিক্ষা সমন্ধীয় বিশ্লেষণের অর্থ হল, শিক্ষক যে বিষয়টি পড়াবেন তাকে একক (Unit) এবং উপ-এককে (Sub-unit) ভাগ করা অর্থাৎ প্রথমে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা, তারপর ক্রমে উপ-এককে বিশ্লেষণ, শিক্ষণ কৌশল, কাজের পাতা, বিষয়বস্তুর ধারণা সংক্রান্ত উদাহরণ অবশেষে অভীক্ষাপত্র রচনা করা।

২.২. উদ্দেশ্য :

১. নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণ কৌশলের উন্নয়ন।

২. উপযুক্ত উদাহরণ প্রতিপাদন ব্যাখ্যাকরণের ব্যবহার।

৩. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ পরিকল্পনা মানোন্নয়ন।

৪. মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।

৫. বিষয়বস্তুর তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা করা।

২.৩. পাঠ একক বিশ্লেষণ সংখ্যা - ১ :

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয় - সংস্কৃত শ্রেণী - অষ্টম

একক - 'সিংহ-শশক-কথা

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য
''সিংহ-শশক-কথা''	ক. উত্তরাপথে মন্দরপর্বতে..... সিংহ নিকষা আগচ্ছত্	১টি	সরস আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ
	খ. অথ কদাচিত্ ..... শশকেন নিপাতিত:	১টি	পূর্ব দিনের পাঠের পুনরায় আলোচনাও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ।
	গ. মূল্যায়ন	১টি	পাঠের শেষে পাঠের মূল্যায়ন ও পুন: শিখন।
	মোট	৩টি	

উপ-এককের বিশ্লেষণ

উপ একক - ক. উত্তরাপথে মন্দরপর্বতে ..... সিংহ নিকষা আগচ্ছত্।

খ. অথ কদাচিত্ ..... শশকেন নিপাতিত:।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা :

(ক) উত্তরাপথে মন্দর পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ বাস করত। প্রতিদিন সে একটি করে পশু হত্যা করে খেয়ে ফেলত। তাই বনের পশুরা একদিন সিংহের কাছে গিয়ে বলল যে, প্রতিদিন একটি করে পশু তার আহার হিসাবে উপস্থিত হবে। তাতে সিংহ সম্মতি জানাল। সেইদিন হইতেই নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন এক একটি পশু সিংহের নিকট আসিত।

(খ) অনন্তর কোনও এক সময় বৃদ্ধ শশকের পালা এলে সে ভাবল মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন দেরী করে যাওয়া ভালো। শশক যেতে যেতে বুদ্ধি বের করল এবং সিংহের কাছে দেরী করে যেতে সিংহ জিজ্ঞাসা করল কেন দেরী করে এলে তখন শশক বলল রাস্তায় তাকে আর এক সিংহ খেতে চাইছিল তাই দেরী হল। এই কথা শুনে সিংহ শশকের সঙ্গে ওর কাছে যেতে চাইল, তখন বৃদ্ধ শশক তাকে কুঁয়োর কাছে নিয়ে এল। কুঁয়োতে সিংহ নিজের প্রতিকৃতি দেখে ঝাঁপ দিল।

- **পূর্বার্জিত শিখন :** শিক্ষার্থীরা কোনো কোনো নীতিকথামূলক গল্পের সাথে পূর্ব পরিচিত। তাদের দেবনাগরী হরফের জ্ঞান আছে। তারা জানে যে নীতিকথামূলক গল্প পাঠ করলে অনেক সৎ উপদেশ ও জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য লাভ করা যায়। বুদ্ধির দ্বারা মহৎ কার্য সমাধা হয় তারা জানে। সিংহ যে পশুরাজ তা শিক্ষার্থীরা জানে।

পাঠ এককের আচরণমূলক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ (Specification of the Behavioural outcomes for each unit/skill) :

পাঠ এককের মধ্যে আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

* উদ্দেশ্য :

- বৌদ্ধিক ক্ষেত্র :

- **জ্ঞানমূলক :**
  - 'সিংহ-শশক-কথা' গদ্যাংশটি পাঠ করে সিংহের স্বভাব এবং শশকের বুদ্ধি সম্পর্কে অবগত হবে।
  - গদ্যাংশটির অন্তর্গত কঠিন শব্দগুলির অর্থ সম্পর্কে অবগত হবে।
  - শিক্ষার্থীরা দেবনাগরী লিপি স্মরণ করতে পারবে।
- **বোধমূলক :**
  - বিপদের সময় বুদ্ধির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয়। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধ জন্মাবে।
  - সমগ্র গদ্যাংশটি মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারবে এবং রসোপলব্ধি করবে।
- **প্রয়োগমূলক :**
  - গদ্যাংশটির অন্তর্গত নতুন শেখা শব্দগুলোর দ্বারা নতুন বাক্যগঠন করতে পারবে।
  - সমগ্র বিষয় থেকে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে।
  - গদ্যাংশটি থেকে তারা যে শিক্ষালাভ করবে, তা বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
- **অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র :**

অভিব্যক্তিমূলক : আলোচ্য গদ্যাংশটির নীতি শিক্ষাটি উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হবে এবং বাস্তব জীবনে তার উপযোগীতা উপলব্ধি করবে।

- **সঞ্চালন ক্ষেত্র :**

দক্ষতামূলক :

- স্পষ্ট উচ্চারণ, যতি ও বিরামচিহ্ন মেনে গদ্যাংশটি শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে সরব পাঠ করতে এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়োপযোগী চিত্র তৈরী করতে সক্ষম হবে।

(ঘ) শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন (Selection of Teaching Strategies) :

একক	উপ-একক	শিক্ষণ কৌশল/পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ
''সিংহ-শশক-কথা''	ক.'উত্তরাপথে মন্দরপর্বতে..... সিংহ নিকষা আগচ্ছত্' খ.'অথ কদাচিত্ ..... শশকেন নিপাতিত:'	আলোচনা পদ্ধতি এবং সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	সুধাখণ্ড, পুস্তক, মার্জনী, মডেল' কৃষ্ণফলক, ছবি, শব্দতালিকা' নির্দেশক দণ্ড।

শিক্ষক প্রথমে আলোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করে গদ্যাংশটির সরব পাঠ দেবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সরব পাঠ করতে বলবেন। এরপর সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক পদ্ধতি অনুসারে কঠিন শব্দ নির্বাচন করে তার বিশ্লেষণ করবেন। তারপর ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছোট ছোট প্রশ্নের দ্বারা বাক্যের কোনটি কর্তা, ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয় তা জানতে চাইবেন। এরপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র পাঠ্যাংশের প্রকৃত অর্থ বের করবেন এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান, যাচাই করবেন। এইভাবে সমগ্র পাঠ্যাংশটির প্রশ্নোত্তরের পর্বের মাধ্যমে এবং সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক পদ্ধতি অনুসরণ করে গদ্যাংশটির পাঠ শেষ করবেন।

শিক্ষামূলক উপকরণ : আলোচ্য গদ্যাংশটি পাঠদানের জন্য শিক্ষক বিষয় সম্বন্ধিত একটি ছবি বা তার সঙ্গে অন্য সদৃশ কোনো গল্পের ছবি এঁকে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবেন। এছাড়া গদ্যাংশের অন্তর্গত বিভিন্ন কঠিন শব্দের অর্থ, তার প্রতিশব্দ, কারক, সমাস, সন্ধি ইত্যাদি ব্যাকরণ সম্বলিত চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণগত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বিভিন্ন সমার্থক, বিপরীতার্থক শব্দের আলোচনার জন্য কৃষ্ণফলকের ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে সুধাখণ্ড, মার্জনী, পুস্তক নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ হিসেবে থাকবে।

কৃষ্ণফলকের ব্যবহার : বিষয় অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের অর্থ, সমার্থক, শব্দ, বিপরীত শব্দ ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য কৃষ্ণফলকের ব্যবহার শিক্ষক করবেন এবং ব্যাকরণগত শব্দের উত্তর ছাত্রদেরকে বোর্ডে ডেকে শিক্ষক করাবেন।

(ঙ) শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার (Selection of Teaching aids with notes on their preparation and mode of use) :

উপকরণ	প্রস্তুতি বর্ণনা	ব্যবহার
সাধারণ উপকরণ : সুধাখণ্ড, মার্জনী, পুস্তকম্, নির্দেশক দণ্ড **শেষ উপকরণ :** (ক) বিষয়োপযোগী চিত্রম্ (খ) ব্যাকরণের তালিকা চিত্রম্	(ক) একটি সাদা আর্টপেপারকে শিক্ষক চারটি ভাগ করবেন। একটি ভাগে একটি মন্দার পর্বতে সিংহ বাস করছে তার ছবি, দ্বিতীয় ভাগে সিংহ অনেক পশুকে খাচ্ছে। তৃতীয় ভাগে সিংহ ক্রোধান্বিত হয়ে আছে এবং শশক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্থভাগে সিংহ কুঁয়োতে ঝাঁপ দিচ্ছে এবং শশক পাশে বসে আছে। (খ) একটি আর্টপেপারে গদ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত নতুন শব্দগুলির অর্থ ও ব্যাকরণগত তালিকা চিত্র তৈরী করা হবে, যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়ের বিশ্লেষণ করবেন।	কৃষ্ণফলকে নতুন নতুন শব্দগুলি লিখে উদাহরণ উপস্থাপিত করে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠটিকে সহজ ও মনোগ্রাহী করে তুলবেন। এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগদ্যাংশটির পাঠদানকালে সফটওয়্যারের ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ গল্পাংশটি চিত্রের মাধ্যমে Power Point বা Multimedia Animation Software এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল করতে পারেন।

- **ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তরসহ অনুসন্ধানী প্রশ্নাবলী (Questioning/Tasks set for the development of language/skill) :**

শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটা আয়ও করতে পেরেছে তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে শিক্ষক

নিম্নলিখিক প্রশ্নগুলি করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কঃ অরণস্য নৃপঃ ?	১। সিহঃ ইতি অরণস্য নৃপঃ
২। সিংহ কুত্র প্রতিবসতি স্ম্ ?	২। সিংহ উত্তরাপথে মন্দরপর্বতে প্রতিবসতি স্ম।
৩। সিংহ অতীব কিম্ আসীত্ ?	৩। সিংহ অতীব ক্ষুধার্তঃ আসীত্।
৪। বুদ্ধিমান্ বলবান্ চ পুরুষস্য মধ্যে কস্য জয়ং ভবতি ?	৪। বুদ্ধিমান্ পুরুষস্য জয়ং ভবতি।

কাজের পাতা :

শিক্ষার্থীর নাম শ্রেণী

ক্রমিক সংখ্যা

১। শব্দার্থং কুরু — অহন্, প্রত্যহম্, সমায়াতঃ, পস্চত্বম

২। সন্ধি বিচ্ছেদং কুরু — একৈকম্, এবমস্তু , নিয়মানুসারেন

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কুরু — আসীত্ , মিলিত্বা।

বিষয়বস্তু	উদাহরণ
১। অস্তি মন্দরাগ্নি পর্বতে দুর্দান্তো নাম সিংহঃ।	১। অস্তি ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলকো নাম হস্তী
২। সর্ব্বে পশবঃ অভিমতং শ্রুত্বা সঃ সম্মতিং জ্ঞাপয়তঃ। অথ এতদ্ কারণে তস্য মরণং অভবত্।	২। হস্তী অপি শৃগালস্য বচনেঁ বিশ্বাসং কৃত্বা মরণং প্রাপ্তম্
৩। অত্র শশকস্য বুদ্ধিবলেন সিংহস্য মরণং অভবত্।	৩। অত্র শৃগালস্য বুদ্ধিঃ বলেন হস্তী মরণং প্রাপ্তম্।
৪। অস্য গদ্যস্য নীতিকথা ইদং ভবতি — বুদ্ধিঃ যস্য বলং তস্য।	৪। ইদং গদ্যস্য অপি নীতিকথায়াং সাদৃশ্য বর্ততে — বুদ্ধিঃ যস্য বলং তস্য।

(ছ) অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Criterion Referenced Test) :

একক	জ্ঞানমূলক		বোধমূলক	প্রয়োগমূলক		দক্ষতামূলক
	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত
'সিংহ-শশক কথা'	1(1)	1(1)	1(1) 1(1) 1(1)	1(1)	1(1)	2(1)
	2		4	2		2
মোট আনুপাতিক হার	$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ = 20%		$\frac{4}{10}\times 100^{10}$ = 40%	$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ = 20%		$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ = 20%

[বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান ও ভিতরে প্রশ্ন সংখ্যা। মোট প্রশ্নসংখ্যা = ৮, প্রশ্নমান = ১০]

অভীক্ষাপত্র

শ্রেণী - অষ্টম　　পূর্ণমান - ১০

বিষয় - সংস্কৃত (গদ্য)　　সময় — ১৫ মিনিট

একক - 'সিংহ-শশক-কথা'

১. ক. দুর্দ্বান্তো নাম সিংহ: কুত্র প্রতিবসতি স্ম্ ? (জ্ঞানমূলক) (১)

খ. স: কিং করোতি স্ম ? (জ্ঞানমূলক) (১)

২. ক. সঠিকোত্তরং নির্বাচনং কুরু : (বোধমূলক) (২)

i) কদাচিত্ কস্যচন ..... (বৃদ্ধজম্বুকস্য/বৃদ্ধশশকস্য) বার:।

ii) সিংহ: প্রত্যহং ..... (একৈক:/বহব:) পশু ভক্ষয়তি স্ম।

খ. অস্য উপাখনস্য নীতিবাক্যং কিম্ ? (বোধমূলক)

৩. ক. ব্যুতপত্তি নির্ণয়ং কুরু (প্রয়োগমূলক) (১)

হন্তি, সমাযাত:

খ. বাক্যগঠনং কুরু (প্রয়োগমূলক) (১)

পর্বতে, অবদত

৪. অস্য উপাখানস্য সারাংশ: লিখ (দক্ষতামূলক) (২)

২.৪. পাঠ একক বিশ্লেষণ সংখ্যা - ২

- **পাঠটিকে উপএকক হিসেবে চিহ্নিত করুন (Identofication of the concept unit/skills)**

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Context Analysis)

বিষয় - **সংস্কৃত (পদ্য)**　　**শ্রেণী - সপ্তম**

একক - চাণক্যশ্লোকা :

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য
চাণক্যশ্লোকা ঃ	(ক) শ্লোক নং - ১,২	১টি	সরস আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান
	(খ) শ্লোক নং - ৩	১টি	সরস আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান
	মূল্যায়ন	১টি	পাঠের শেষে পাঠের মূল্যায়ন।
	মোট	৩টি	

উপএকক :— (১) ''বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন,

[স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।।"

(২) ''রূপযৌবন সম্পন্না বিশালকুল সম্ভবাঃ।

বিদ্যাহীনা ঃ ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকা ঃ।।"

(৩) ''কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।

অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।।"

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা—

(১) বিদ্বানের গুন ও রাজার প্রভাব - এই দুই এর মধ্যে কখনও তুলনা হয় না। কারণ রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মানিত হন। কিন্তু বিদ্বান লোক সকল দেশেই সম্মানিত হয়ে থাকেন।

(২) রূপ-যৌবন বিশিষ্ট, বিশাল কুল সম্ভূত বিদ্যাহীন লোক গন্ধবিহীন পলাশ ফুলের মত অশোভন।

(৩) যে মানুষ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেও বিদ্যাহীন হয়, তার উচ্চবংশে জন্মানো নিষ্ফল, আর যিনি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেও বিদ্বান হন, তিনি দেবতাদের নিকট সম্মান পেয়ে থাকেন।

উপরোক্ত শ্লোক তিনটিতে বিদ্যার প্রশংসা ও অবিদ্যার নিন্দা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে যে বিদ্যা সর্বক্ষেত্রে আদৃত। অবিদ্বান ব্যক্তিগণ সর্বদাই নিন্দার যোগ্য।

পূর্বার্জিত শিখন :

শিক্ষার্থীরা নীতিমূলক শ্লোকের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত, তারা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তিদের নাম ও কীর্তি সম্পর্কে অবগত আছে। তারা দেবনগরী ভাষা ও অক্ষর বা লিপি সম্বন্ধে সম্যক পরিচিত।

- **পাঠটিরআচরণগতউদ্দেশ্যাবলী (Specification of the behavioural outcomes for each unit/skill)**

পাঠ এককটির মধ্যে আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি ছাত্রদের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

- **উদ্দেশ্য —**
- **বৌদ্ধিক ক্ষেত্র —**
  - **জ্ঞানমূলক—**
    - রাজার তুলনায় বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর বেশি একথা বিদ্যার্থীরা জানতে পারবে।
    - অবিদ্বান ব্যক্তি গন্ধহীন কিংশুক ফুলের মতো - একথা তারা অবগত হবে।

- শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণহীন ব্যক্তিদের স্মরণ করতে পারবে এবং গুণহীন ব্যক্তির তুলনায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সমাজে সমাদৃত একথা তারা জানবে।

- শিক্ষার্থীরা দেবনাগরী লিপি স্মরণ করতে পারবে।

বোধমূলক—

- বিদ্যাহীন ব্যক্তি সমাজে কোনো সমাদর পায় না। তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। রাজা ও বিদ্বানের তুলনা করতে পারবে।

- শাস্ত্রজ্ঞ ও গুনহীন ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করে শ্লোকটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।

- পলাশ দেখতে সুন্দর হলেও সুগন্ধ না থাকায় কোনো মানুষই যেমন তাকে আদর করে না, সেইরূপ রূপবান, যৌবনাশালী, উচ্চবংশজাত ব্যক্তি ও বিদ্যা না থাকলে সম্মান পায় না। — এই সারতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের বোধ জন্মাবে।

প্রয়োগমূলক — - শিক্ষার্থীরা নতুন শেখা শব্দগুলিকে স্বরচিত সংস্কৃত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।

- 'বিদ্যাপ্রশস্তি' শ্লোকগুলি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার্জনে গুরুত্ব দিতে নিজ নিজ পাঠে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র :

অভিব্যক্তিমূলক ক্ষেত্র : আলোচ্য শ্লোকগুলির নীতিবাক্যটি নিরূপণ করে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হবে এবং বাস্তব জীবনে তার উপযোগিতা উপলব্ধি করবে এবং দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করবে।

সঞ্চালন ক্ষেত্র :

দক্ষতামূলক : স্পষ্ট উচ্চারণ, যতি এবং বিরামচিহ্ন মেনে সংশ্লিষ্ট শ্লোকগুলি শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। প্রয়োজনে বিষয় উপযোগী চিত্র বা মডেল বা ব্যাকরণগত চার্ট তৈরী করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষণকৌশল নির্বাচন (Selection of teaching Strategies)

একক	উপএকক	শিক্ষাকৌশল পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ
''চাণক্যশ্লোকাঃ''	(ক)প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক	খন্ডান্বয় পদ্ধতি	চক্, মার্জনী, কৃষ্ণফলক, ছবি,
	(খ) তৃতীয় শ্লোক	খন্ডান্বয় পদ্ধতি	তালিকা, মডেল, ফুল

— আলোচ্য পাঠটিতে কবিতা পাঠদানের উপযুক্ত খন্ডান্বয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে শ্লোক তিনটি উপযুক্ত উচ্চারণ বিধি অনুসরণ করে সুললিত স্বরভঙ্গির সাথে আবৃত্তি করে শোনানো হবে।

শ্লোক তিনটিকে খণ্ডিত করে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদান কার্যে অগ্রসর হবেন।

পদ্ধতি পর্যায় ঃ—

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
(ক) শিক্ষক মহাশয় শ্লোকগুলি সুললিতভাবে আবৃত্তি করে শোনাবেন	(ক) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরস পাঠ শুনবে।
(খ) শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সরস আবৃত্তি পাঠ করতে বলবেন।	(খ) শিক্ষার্থীরা সরস আবৃত্তি পাঠ করবে।
(গ) শিক্ষক বিষয়বস্তুর যথাযথ বর্ণনা করবেন। তারপর শ্লোকগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান বাক্য কোনটি ক্রিয়া তা বের করবেন।	(গ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য শুনবে এবং খাতায় লিখে নেবে।
(ঘ) তারপর শিক্ষক ছোটো ছোটো প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনটি কর্তা, ক্রিয়া, অব্যয়, সর্বনাম ও বিশেষণ তা জানতে চাইবেন।	(ঘ) শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দাওয়ার চেষ্টা করবে।
(ঘ) এরপর ছোটো ছোটো প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমগ্র শ্লোকের অর্থ ধীরে ধীরে বের করবেন এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান যাচাই করবেন।	(ঙ) শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দাওয়ার চেষ্টা করবে।

শিক্ষামূলক উপকরণ—

শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে আলোচ্য পাঠটিতে ব্যবহার করা হবে— পাঠ্যপুস্তক, সুধাখণ্ড, মার্জনী, কৃষ্ণফলক।

শিক্ষামূলক প্রদীপন—

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রদীপনের ব্যবহার শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সাহায্য করে। আলোচ্য শ্লোকগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চিত্র ব্যবহৃত হবে এক্ষেত্রে। যেমন প্রথম শ্লোকটির জন্য রাজা ও বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর বিষয়ক একটি চিত্র; দ্বিতীয় শ্লোকটির জন্য কিংশুক ফুলের একটি মডেল; তৃতীয় শ্লোকটির জন্য ব্যাকরণগত একটি চার্ট তৈরী করে দেখানো যেতে পারে।

কৃষ্ণফলকের ব্যবহার —

শিক্ষক প্রয়োজনীয় নতুন শব্দগুলি বোর্ডে লিখবেন। শ্লোকটির মধ্যে কোনটি প্রধান বাক্য, কোনটি ক্রিয়া তা সন্ধান করে বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক কঠিন শব্দ নির্বাচন করে তার অর্থ, বুৎপত্তি,

সন্ধি, সমাস প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করবেন কৃষ্ণফলক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের বোর্ডে ডেকে তাদের বাক্যস্থ কর্তা, ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয়, বিশেষণ কোনগুলি তা নির্ধারণ করে লিখতে বলবেন।

- **শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার (selection of teaching aids with notes on their preparation and mode of use)**

আলোচ্য শ্লোকগুলি পাঠদানের জন্য সুধাখন্ড, মার্জনী, কৃষ্ণফলক, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ অর্থাৎ তুলনীয় কোনো শ্লোক সম্বলিত চার্ট বা কোনো মডেল ব্যবহার করা হবে।

শ্লোকগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চিত্র ব্যবহার করা হবে এবং তা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিশ্লেষিত হবে। যেমন প্রথম শ্লোকটির জন্য রাজা ও বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর বিষয়ক একটি চিত্রণ, দ্বিতীয় শ্লোকটির জন্য কিংশুক ফুলের একটি মডেল এবং তৃতীয়টির জন্য ব্যাকরণগত সমস্যার সমাধান বিষয়ক একটি চার্টের সাহায্য নেওয়া হবে। এই পাঠের তুলনীয় কোনো শ্লোক চার্টের সাহায্যে ব্যবহার করা হবে এবং যথাযথ সময়ে তার প্রয়োগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞানার্জন করবে।

- **কৃষ্ণফলকের ব্যবহার —**

উক্ত শ্লোক তিনটিতে প্রাপ্ত নতুন শব্দগুলির অর্থ, তুলনীয় অংশ, এখানে উল্লেখ করা হবে। এছাড়া শ্লোকটির অন্বয় বা গদ্যরূপ পড়ার ক্ষেত্রে এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে কৃষ্ণফলকের ব্যবহার করা হবে।

উপকরণ	প্রস্তুতি বর্ণনা	ব্যবহার
(১) সাধারণ উপকরণ-পুস্তক, সুধাখন্ড, মার্জনী, কৃষ্ণফলক	(ক) দুটি সাদা আর্ট পেপার দিয়ে রাজা ও বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর বিষয়ক একটি চিত্র এবং থার্মোকল দিয়ে কিংশুক ফুলের একটি মডেল তৈরী করা হবে এবং তাতে কিংশুক ফুলের অনুরূপ রঙ লাগাতে হবে	(ক) কৃষ্ণফলকে নতুন শব্দগুলির অর্থ লিখে উদাহরণ উপস্থাপিত করে পাঠটিকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও মনোগ্রাহী করে তুলতে হবে
(২) বিশেষ উপকরণ-চিত্র, মডেল, চার্ট, নির্দেশক দন্ড	(খ) অপর একটি আর্ট পেপারে ব্যাকরণগত সমস্যার সমাধান সম্বলিত একটি চার্ট বানাতে হবে	(খ) ছবি, চার্ট ও মডেলের সাহায্যে বিষয়ের সরস আলোচনা হবে

- **ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তরসহ অনুসন্ধানী প্রশ্নাবলী (questioning/Tasks set for the development of the language skills)**

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) রাজা কুত্র পূজিতঃ ভবতি?	(ক) রাজা স্বদেশে পূজ্যতে।
(খ) গুণবান্ নরঃ কেন পূজ্যতে?	(খ) গুণবান্ নরঃ দৈবতৈরপি পূজ্যতে।
(গ) 'কদাচন' শব্দস্য অর্থ কিম্?	(গ) 'কদাচন' শব্দস্য অর্থ 'কখনও'।
(ঘ) 'নৈব' শব্দস্য সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু।	(ঘ) ন + এব = নৈব।

কাজের পাতা :

বঙ্গানুবাদং কুরু —

(ক) ''স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।''

(খ) ''বিদ্যাহীনাঃ ন শোভন্তে নির্গন্ধাঃ ইব কিংশুকাঃ।''

বিষয়বস্তুর ধারণা সংক্রান্ত উদাহরণ —

বিষয়বস্তু	উদাহরণ
(১) বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।	(১) জ্ঞাতিভিঃ বন্ট্যতে নৈব চৌরেনাপি ন নীয়তে। দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্।
(২) রূপযৌবন সম্পন্না বিশালকুল সম্ভবা। বিদ্যাহীনঃ ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।	(২) বরমেকো গুণীপুত্রো ন মূর্খ শতৈরপি একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গনৈরপি।

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে বিদ্যার প্রশস্তি সর্বত্রই করা হয়েছে।

- **অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Criterion Referenced Test)**

একক	জ্ঞানমূলক		বোধমূলক	প্রয়োগমূলক		দক্ষতামূলক
	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত
'চাণক্যশ্লোকাঃ'	1(1)	1(1)	2 (2 + 2)	1(1)	1(1)	1(2)
মোট	2(2)		2(4)	2(2)		1(2)
আনুপাতিক হার	$\frac{2}{\cancel{10}} \times \cancel{100}^{10}$ = 20%		$\frac{4}{\cancel{10}} \times \cancel{100}^{10}$ = 40%	$\frac{2}{\cancel{10}} \times \cancel{100}^{10}$ = 20%		$\frac{2}{\cancel{10}} \times \cancel{100}^{10}$ = 20%

এখানে মোট প্রশ্নসংখ্যা = 7 মোট প্রশ্নের মান = 10

[বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নসংখ্যা, বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের মান]

বিষয় — সংস্কৃত পদ্য পূর্ণমান — ১০

শ্রেণী — অষ্টম সময় — ১৫ মিনিট

একক — চাণক্যশ্লোকাঃ

অভীক্ষাপত্র

(১) বিদ্বান্ কুত্র পূজ্যতে? (জ্ঞানমূলক) (১)

(২) কঃ স্বদেশে পূজ্যতে? (জ্ঞানমূলক) (১)

(৩) কথং বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে? (বোধমূলক) (২)

(৪) বিদ্যাহীনেন সহ পন্ডিতমানবম্য পার্থক্যং কুরু। (বোধমূলক) (২)

(৫) প্রতিশব্দং লিখ — শাস্ত্রজ্ঞঃ, বিদ্যাহীনঃ (প্রয়োগমূলক) (১)

(৬) বাক্যগঠনং কুরু — বিনয়ম্/কদাচন (প্রয়োগমূলক) (১)

(৭) দ্বয়োঃ শ্লোকয়োঃ তাৎপর্যং লিখ। (দক্ষতামূলক) (২)

২.৫. পাঠ একক বিশ্লেষণ সংখ্যা - ৩

বিষয় - সংস্কৃত ব্যাকরণ শ্রেণী - সপ্তম

একক - 'মুনি' শব্দরূপ

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

- **পাঠটিকে উপ-একক হিসাবে চিহ্নিতকরণ (Identification of the content - unit/skills)**

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য
স্বরান্ত 'ই' কারান্ত পুংলিঙ্গ 'মুনি' শব্দ	(ক) ১মা, ২য়া, ৩য়া এবং ৪র্থী বিভক্তি	১ টি	আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠদান।
	(খ) ৫মী, ৬ষ্ঠী, ৭মী বিভক্তি	১ টি	পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ।
	(গ) মূল্যায়ন	১ টি	পাঠের শেষে মূল্যায়ন ও পুনঃশিখন
	মোট	৩ টি	

উপএকক - (ক) প্রথমা বিভক্তি থেকে চতুর্থী বিভক্তি পর্যন্ত

(মুনি শব্দের অর্থ ঋষি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনিঃ (একজন মুনি)	মুনী (দুইজন মুনি)	মুনয়ঃ (বহুজন মুনি)
দ্বিতীয়া	মুনিম্ (একজন মুনিকে)	মুনী (দুইজন মুনিকে)	মুনীন্ (বহুজন মুনিকে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	মুনিনা (একজন মুনির দ্বারা)	মুনিভ্যাম্ (দুইজন মুনির দ্বারা)	মুনিভিঃ (বহুজন মুনির দ্বারা)
চতুর্থী	মুনয়ে (একজন মুনির জন্য)	মুনিভ্যাম্ (দুইজন মুনির জন্য)	মুনিভ্যঃ (বহুজন মুনির জন্য)

(খ) পঞ্চমী বিভক্তি থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	মুনেঃ (একজন মুনি হইতে)	মুনিভ্যাম্ (দুইজন মুনি হইতে)	মুনিভ্যঃ (বহুজন মুনি হইতে)
ষষ্ঠী	মুনের (একজন মুনির)	মুন্যোঃ (দুইজন মুনির)	মুনীনাম্ (বহুজন মুনিতে)

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা :

উপ-একক - (ক) : প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী বিভক্তি যোগ করার পর যে পদগুলি প্রস্তুত করা হল, সেগুলি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এই রূপ ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি শব্দরূপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই উপ-এককটিতে প্রথমা বিভক্তির দ্বারা কর্মকারক, তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা করণকারক এবং চতুর্থী বিভক্তির দ্বারা সম্প্রদান কারক নির্দেশিত হয়েছে।

উপ-একক - (খ) : দ্বিতীয় উপ-এককটিতে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা অপাদান কারক, ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ নির্ণয় করে এবং সপ্তমী বিভক্তি অধিকরণ কারক নির্দেশ করে।

- **পূর্বার্জিত শিখন :** ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীরা বিভক্তি ও বচন কয় প্রকার তা জেনেছে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে পদ তৈরী হয়, সে বিষয়েও তাদের ধারণা আছে। এছাড়া লিঙ্গ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বধারণা আছে। শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে তারা অবহিত।

- **পাঠটির আচরণমূলক উদ্দেশ্য (Specification of the behavioural outcomes for each unit/ skills)**

  পাঠ-এককটির মধ্যে আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

উদ্দেশ্য :

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র :

জ্ঞানমূলক :

- শিক্ষার্থীরা বিভক্তিযুক্ত পদগুলি, যেমন- 'মুনিম্', 'মুনিনা', 'মুনেঃ', ইত্যাদি চিনতে পারবে এবং কোনো স্থানে কি বিভক্তি হয়েছে, তা জানতে পারবে।
- 'সুপ' বিভক্তির রূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানবে। শিক্ষার্থীরা বিভক্তি অনুসারে 'মুনি' শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে পারবে।
- 'মুনি' শব্দের রূপ লেখার ক্ষেত্রে তারা দেবনাগরী লিপি স্মরণ করবে।

বোধমূলক :

- দুটি শব্দের মধ্যে বিভক্তিগত পার্থক্য দেখে তারা অর্থ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। যেমন- মুনেঃ - মুনির থেকে; মুনে - হে মুনি।
- 'মুনি' শব্দের অনুরূপ শব্দগুলি, যেমন- কবি, রবি, অগ্নি, অদ্রি ইত্যাদি শব্দের রূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধ জন্মাবে। ছাত্রছাত্রীরা 'মুনি' শব্দ পাঠ করে কারক বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক :

- শিক্ষার্থীরা শব্দরূপটির সাহায্যে কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে। নির্দিষ্ট পদ ব্যবহারের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। যেমন- দুইজন মুনি চন্দ্র দেখেন (মুনি চন্দ্রং পশ্যতঃ)। নতুন বাক্য গঠন বা বঙ্গানুবাদ করতে ও সক্ষম হবে।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র :

অভিব্যক্তিমূলক :

- শিক্ষার্থীরা শব্দরূপটি পাঠ করে তার অর্থ নিরূপণ করে বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

সঞ্চালন ক্ষেত্র :

দক্ষতামূলক :

- ছাত্রছাত্রীরা শব্দরূপটি সুস্পষ্ট উচ্চারণসহ এবং বিভক্তি ও বচন অনুসারে সুন্দরভাবে পাঠ করতে সক্ষম হবে। বিষয়োপযোগী চার্ট ও তৈরী করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন (Selection of Teaching Strategies)

একক	উপ-একক	শিক্ষণ কৌশল/	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ
স্বরান্ত 'ই' কারান্ত পুংলিঙ্গ 'মুনি' শব্দ	(ক) প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী (খ) পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী	আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি। আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি	সুধাখণ্ড, মার্জনী, কৃষ্ণফলক, সদৃশ শব্দের তালিকা, চার্ট, ছবি।

আলোচ্য পাঠ্যটি ব্যাকরণ পাঠদানের উপযুক্ত আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। নিম্নলিখিত বাক্য তালিকা থেকে বাক্যগুলি সরবে পাঠ করা হবে। বাক্যটির অর্থ আলোচনা করা হবে। বাক্য মধ্যস্থ নির্দিষ্ট পদটি সংগ্রহ করে তার প্রাতিপদিক ও বিভক্তি নির্ণয় করা হবে। সেই পদগুলির দ্বারা কৃষ্ণফলকে অঙ্কিত ছকটির মধ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করা হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে একটি শব্দরূপ প্রস্তুত করা হবে। পরিশেষে বিভক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন নিয়ম উল্লেখ করা হবে।

বাক্য তালিকা

কৃষ্ণফলকে লেখা হবে —

মুনিঃ - নক্তং **মুনিঃ** ন খাদতি

মুনয়ঃ - **মুনয়ঃ** বনম্ উপবসন্তি

মুনিম্ - শিষ্যঃ মুনিম্ আহ্বয়তি

মুনিভিঃ - মুনিভিঃ ইদং কৃতম্

পদ্ধতি পর্যায় —

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
● শিক্ষক প্রথমে ভাষা বা সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় অনেকগুলি দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। শিক্ষক ঐ উদাহরণগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে শিক্ষার্থী-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।	● শিক্ষার্থীরা দৃষ্টান্তগুলি খাতায় লিখে নেবেন এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করবেন। কারক বিভক্তি, প্রকৃতি প্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার চেষ্টা করবেন।
● শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতায় শিক্ষক সেই বৈশিষ্ট্যগুলির শ্রেণিকরণ ও বর্গীকরণ করবেন।	● শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।
● শ্রেণিকরণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সাধারণ সূত্র নিরূপণ করবেন।	● শিক্ষার্থীরা বিষয়টি অনুধাবন করবেন এবং সূত্রটি খাতায় লিখে নেবেন।
● শিক্ষক নির্ধারিত সাধারণ সূত্রটি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।	● শিক্ষার্থীগণ উৎসাহিত হবে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের ভীতি তাদের দূর হবে।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার (Selection of Teaching aids with notes on their preparation and mode of use)

আলোচ্য শব্দরূপটি পাঠদানের জন্য সুধাখণ্ড, নির্দেশক দণ্ড, মার্জনী, কৃষ্ণফলক, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট পদের ব্যবহার সম্বলিত একটি বাক্য তালিকা, 'মুনি' শব্দরূপের একটি বাক্য তালিকা এবং একটি উদ্দেশ্যবোধক চিত্র ব্যবহার করা হবে। আলোচ্য পাঠটি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। তারপর বিষয়বস্তু বোঝানোর সময় উদ্দেশ্যবোধক 'মুনি'র চিত্র ব্যবহার করা হবে এবং একটি বাক্য তালিকা তৈরী করা হবে। বাক্যমধ্যস্থ নির্দিষ্ট পদগুলি সংগ্রহ করে কৃষ্ণফলকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞানার্জন করবে।

কৃষ্ণফলকের ব্যবহার : পাঠটির উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়তায় শব্দরূপটির গঠন, অর্থ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবেন। যেমন -

		প্রাতিপদিক	+	বিভক্তি
মুনিঃ	=	মুনি	+	সু (ঃ)
অগ্নেঃ (মুনেঃ)	=	অগ্নি	+	ঙসি (অঃ)
কবয়ে (মুনয়ে)	=	কবি	+	ঞে (এ)

বিষয় উপযোগী উদাহরণ -

মহাপতিনা রাজ্যং শাসিতম্।

জ্ঞাতয়ঃ চিত্রং পশ্যন্তি।

অগ্নয়ে স্বাহা।

উপকরণ	প্রস্তুতি বর্ণনা	ব্যবহার
(ক) সাধারণ উপকরণ- সুধাখণ্ড, মার্জনী, পুস্তক, কৃষ্ণফলক	(ক) একটি সাদা আর্ট পেপারে রঙ, তুলি, পেন্সিল দিয়ে মুনির চিত্র অঙ্কন করা হবে। (একজন মুনির, দুইজন মুনির, অনেক মুনির)	(ক) কৃষ্ণফলকে তালিকার উদাহরণ-গুলিকে লিখে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষক পাঠ-টিকে মনোগ্রাহী করে তুলবেন।
(খ) বিশেষ উপকরণ- চিত্র, তালিকা, নির্দেশ দণ্ড	(খ) দুটি আর্ট পেপারে একটি উদাহরণের তালিকা, একটি 'মুনি' শব্দ এবং সদৃশ শব্দ রূপের তালিকা তৈরী করা হবে।	(খ) ছবি, তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তু নির্দেশক দণ্ডের সাহায্যে শিক্ষক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করবেন।

- **ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উত্তরসহ অনুসন্ধানী প্রশ্নাবলী (Questioning/Tasks for the development of language skill)**

প্রশ্ন	উত্তর
(১) 'মুনি' শব্দস্য অর্থ কিম্?	(১) ঋষিঃ।
(২) সদৃশ শব্দস্য উদাহরণ দেহি।	(২) অগ্নি, কবি, ভূপতি, রবি, গিরি।
(৩) মুনিনা ....., মুনিভিঃ, শূন্যস্থানং পূরণং কুরু।	(৩) মুনিভ্যাম্।
(৪) 'দুইজন মুনি যাইতেছেন—' সংস্কৃতানুবাদং কুরু।	(৪) মুনী গচ্ছতঃ।

কাজের পাতা :

শিক্ষার্থীর নাম : শ্রেণী : সপ্তম

ক্রমিক নং :

১। মুনি গচ্ছতি — অস্মিন্ বাক্যে কঃ কর্তা? কা ক্রিয়া?

২। মুনয়ঃ — অত্র মুনি শব্দস্য সংখ্যা নিরূপণং কুরু।

৩। শুদ্ধং পদং নির্ণয়ং কুরু:

মুনীন্ / মুনিন্

বিষয়বস্তুর ধারণা সংক্রান্ত উদাহরণ —

বিষয়বস্তু (মুনি শব্দরূপ)				**উদাহরণ ('কবি' শব্দরূপ)**			
'ই' কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, যার অর্থ ঋষি।				'ই'-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, যার অর্থ লেখক।			
বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ	প্রথমা	কবিঃ	কবী	কবয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্	দ্বিতীয়া	কবিম্	কবী	কবীন্
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ	তৃতীয়া	কবিনা	কবিভ্যাম্	কবিভিঃ

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Criterion Referenced Test) :

একক	জ্ঞানমূলক		বোধমূলক	প্রয়োগমূলক		দক্ষতামূলক
	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত
'ই' কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 'মুনি'	1(1)	1(1)	2(2+2)	1(1)	1(1)	1(2)
মোট		2(2)	2(4)		2(2)	1(2)
আনুমানিক হার	$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ =20%		$\frac{4}{10}\times 100^{10}$ =40%	$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ =20%		$\frac{2}{10}\times 100^{10}$ =20%

[এখানে মোট প্রশ্নসংখ্যা = ৭, প্রশ্নমান = ১০ বন্ধনীর বাইরের প্রশ্নসংখ্যা; বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের মান]

শ্রেণী - সপ্তম
বিষয় - সংস্কৃত
একক - 'মুনি' শব্দ

পূর্ণমান - ১০
সময় - ১৫ মিনিট

অভীক্ষাপত্র

(ক) 'মুনি' শব্দস্য প্রথমায়াঃ বহুবচনস্য রূপং কিম্ (জ্ঞানমূলক) (১)

(খ) অর্থং লিখ্যতাম্ — মুনিভিঃ, মুনিভ্যাম্ (জ্ঞানমূলক) (১)

(গ) বঙ্গানুবাদং কুরু — মুনয়ে বস্ত্রং দেহি (বোধমূলক) (২)

(ঘ) অর্থপার্থক্যং কুরু — মুনিম্/মুনিনা (বোধমূলক) (২)

(ঙ) বাক্যগঠনং কুরু — অগ্নিণা, কবিভিঃ (প্রয়োগমূলক) (১+১)

(চ) দেবনাগর্য্যা বর্ণেন লিখ্যতাম্ — 'মুনি' শব্দস্য প্রথমা বিভক্তেঃ চতুর্থী বিভক্তি পর্যন্তম্ (দক্ষতামূলক) (২)

২.৬. সহায়ক পুস্তক :

১. সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২. সংস্কৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ — প্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা ভট্টাচার্য।

২.৭. প্রশ্নাবলী :

১. শ্রেণী উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করুন —

(a) অষ্টম শ্রেণীর জন্য একটি গদ্য।

(b) উপ-এককগুলি চিহ্নিত করুন।

(c) পাঠ্যটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

(d) প্রতিটির উপ-এককের পাঠদানের শিখন কৌশল বর্ণনা করুন।

(e) উদ্দেশ্য ভিত্তিক ১০ নম্বরের একটি অভীক্ষাপত্র তৈরী করুন।

২. সপ্তম শ্রেণীর জন্য 'মুনি' শব্দরূপ —

(a) পাঠটির আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন।

(b) পাঠের জন্য ব্যবহার্য প্রদীপন, প্রস্তুতি ও তার ব্যবহার বর্ণনা করুন (প্রতিটি উপ-একক)।

(c) ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আচরণমূলক প্রশ্ন করুন।

৩. সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা —

(a) কবিতাটি উদ্ধৃত করুন।

(b) প্রতিটি উপ-এককের পাঠদানের শিখন কৌশলগুলি বর্ণনা করুন।

(c) উদ্দেশ্য ভিত্তিক ১০ নম্বরের একটি অভীক্ষাপত্র তৈরী করুন।

বিভাগ - খ

একক — ৩ : ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব।

৩.৪ সংস্কৃত শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩.৫ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ।

৩.৬ সংস্কৃত পাঠ্যসূচী নির্মাণের নীতি।

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ সহায়ক পুস্তক

৩.৯ প্রশ্নাবলী

৩.১ ভূমিকা

সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আর এই ভাষাতেই প্রথম শোনা যায় মানব ও মানব আত্মার সুমধুর কলকাকলী। তাই এই ভাষার গুরুত্ব অনেকখানি। এই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল লিখিতভাবে, কথ্য ভাবে এবং শুদ্ধভাবে ভাষার ব্যবহারে পারদর্শীতা লাভ। এই সংস্কৃত ভাষা আবার অনেক ভাষারই জননী স্বরূপিণী। অতএব এই ভাষা জানার জন্য শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃতভাষা চর্চার গুরুত্ব আরোপ করে সেইরূপ পাঠ্যসূচি নির্মাণ করবেন যাতে অল্প আয়াসেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা হয়।

৩.২ উদ্দেশ্য

১) ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

২) সংস্কৃত ভাষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হবেন।

৩) সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৪) সংস্কৃত পাঠসূচী নির্মাণের নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৩ ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ইতিহাসে সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা এতদ্‌দেশীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ধারাকে 'সঞ্জীবনী' রসে পরিপুষ্ট করেছে। প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণের চিন্তন মনন সংস্কৃত ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা মন্দাকিনীর অমৃত কল্পধারায় আভিজাত্যের সভ্যতায় ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় এবং সুগ্রথিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত হয়ে আপন শক্তিতে ও মহিমায় বিশ্ব-বিজয়িনী হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার জননী

স্বরূপা এই ভাষা হতে উপাদান সংগ্রহ করে আপনার ভাণ্ডা পরিপুষ্ট করেছে। যেমনভাবে জননীর রক্তরসে এবং প্রাণশক্তিতে উত্তরকালে তার সন্তানরা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে বর্তমান ভাষাগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে।

সংস্কৃত বলতে একটি পরিশীলিত ভাষাকে বোঝায়, যে ভাষা পূর্বতনরূপ পরিত্যাগ করে নব কলেবর নবশয্যায় সজ্জিত হয়ে সকলের নয়নানন্দ এবং সকল শ্রবণপিপাসা পরিতৃপ্ত করেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধ্রুপদী ভাষাটির গুরুত্ব, মহিমা এবং উপযোগীতা কতখানি তা পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের কয়েকটি দৃষ্টি কোন থেকে এর গুরুত্ব বিচার করতে হবে। প্রথমতঃ ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব। দ্বিতীয়ত ঃ ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব। তৃতীয়তঃ ভাষা এবং সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতের গুরুত্ব। চতুর্থতঃ সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষা ভারতবর্ষের পরিবর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির যে বিচিত্র ধারা তা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। অতীতে ইতিহাসের ভাষা জননীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই - তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে ইতিহাসের উপাদান অনুশাসন, শিলালেখ, শিলালিপি সংস্কৃত সাহিত্য হতে সংগৃহীত হয়। যে সমস্ত তাম্রশাসন, শিলালেখ এবং পর্বতগাত্রে উৎকীর্ন লিপি রয়েছে সেগুলি ব্রাহ্মী এবং সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। হরিষেণ প্রশস্তি এইরকম উপাদানগুলির একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এছাড়া পুরাণ, ঐতিহাসিক কাব্য এবং অন্যান্য সাহিত্য উপাদান ও বিভিন্ন রকম পুরানগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে রাজবংশ, ঋষিবংশ, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রপট। এছাড়া রামায়ণ এবং মহাভারত ইতিহাসের অনেক ঘটনা পরম্পরায় সুবিশস্ত সাক্ষী রাখে। এই কারণে মহাভারতকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন - 'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃহয়েৎ' এই ঐতিহাসিক কাব্যগুলি যেমন কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', বিক্রমাদিত্যের 'নবশাহসাঙ্কচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতমানস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বল এবং মহৎ সাক্ষী। বাণভট্টকৃত হর্ষচরিত ও অনুরূপভাবে একটি ঐতিহাসিক কাব্য যাকে আশ্রয় করে সপ্তম শতকের ভারতীয় ইতিহাসের একটি চিত্র আমরা লাভ করি।

সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল তার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের মনভূমি নিতান্তই সমৃদ্ধ হয়েছিল। কোন পর্যায়, কোন স্তর কোন অংশ এরূপ নেই, যে স্থানে সংস্কৃত ভাষাজননীর কমনীয়, রমণীয় এবং মহনীয় হস্তের স্পর্শ নেই। বস্তুতঃ আর্যাবত্যবাসীর জন্মের আদিক্ষন থেকে অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা সহচরীর মতোই নিত্যক্ষণ উপস্থিত। জন্মক্ষণে যে সংস্কারের দ্বারা শিশু সংস্কৃত হয়, শিশুটির যখন নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতির সংস্করনগুলি হয় তখন তার সংস্কারের মধ্যে তা সংস্কারের মতো থাকে। শুধু তাই নয়-আমাদের এবং অপপ্রলাপে আমরা জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সংস্কৃতভাষা সারথী থেকে অঞ্জলি গ্রহণ তা নিবেদন করি।

পৃথিবীতে ভাষা বিবর্তনের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সেই ইতিহাস অনুধাবন করতে হলে ভাষা তত্ত্বের সোপান বেয়ে সংস্কৃত জননীর নিকট দ্বারস্থ হতে হয়। ভাষা তত্ত্বের ক্রমিক বিবর্তনের তথ্যপঞ্জী বিশ্লেষণ করলে জানতে পারি যে সংস্কৃতের সঙ্গে অন্যান্য ভাষাগুলির নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি যেমন - হিন্দি, মারাঠী, তেলেগু, কন্নর, তামিল, বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মালয়ালাম

প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত হতে সঞ্জীবনী রস সংগ্রহ করে অর্থাৎ উপাদান সংগ্রহ করে বর্ধিত এবং বিকশিত হয়েছে। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনের দ্বারা ভাষা সমিতির সদস্যদের পরিচয় এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ভাষাগত, ভাবগত মূল্য বিবেচনা করলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। যেমন - এই ভাষাতেই লেখা হয়েছে বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। আবার এই ভাষাতেই মহাকবি কালিদাস সাহিত্যের মৃণাল পংক্তিতে যে সুর উত্থাপন করেছেন, সেই সুরে জগৎবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসগত, সাহিত্যগত, সংস্কৃতিগত এবং সামাজিক কৃষ্টিগত ও নান্দনিক মূল্য থাকায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এর অত্যন্ত সুন্দর একটি স্থান রয়েছে। সুতরাং আমরা William Jones এর মতে বলতে চাই - 'অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততো ২ধিকম্'। এছাড়াও বলা যায় -

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবৎ বিন্ধ্য হিমাচলৌ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।।

৩.৪ সংস্কৃত শিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক এবং বাহক। এই ভাষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তাই আধুনিক শিক্ষা থেকে সংস্কৃতকে বাদ দিলে সামাজিক জীবনযাত্রায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে - "Sanskrit which is the mother of most Indian language has always appealed both from the cultural and religious point of view." তাই ভাষাশিক্ষার দিক থেকে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার উপযোগিতা অপরিসীম। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাশিক্ষা সহজ হয়ে পড়ে। সুতরাং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে হলে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাছাড়া বিদ্যালয় স্তরে ভাষাশিক্ষার যথেষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সংস্কৃত ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্তমান।

প্রাচীনকালে সংস্কৃত কাব্য পাঠ করা হতো একবিশেষ উদ্দেশ্যে। যেমন - ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ, অমঙ্গল দূরীকরণ, সাহিত্য ও নন্দন তত্ত্বের উপভোগ, মধুর উপায়ে নীতিশিক্ষা প্রভৃতি। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে - "We are convienced i.e. a language is to be learned it should be studied so as to use it effectively and with correctness in written or spoken." অর্থাৎ যেকোন ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য হল লিখিতভাবে, কথ্যভাবে এবং শুদ্ধভাবে ভাষার ব্যবহারে পারদর্শিতা লাভ।

একদল নবীনপন্থী বলেন সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির কেবল লিখবার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভই হল মূল উদ্দেশ্য, কথ্যভাবে ব্যবহারের পারদর্শিতা লাভ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু আমরা সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রী হিসাবে মনে করি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সংস্কৃত লিখতে সাহায্য করা নয়, যাতে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। এবিষয়ে মুদালিয়র

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে - "In case of the other languages wheather English or classical or Modern Indian languages-the approach must be definately practical. The student should be able to read them with comprehension and ease speak them correctly." এছাড়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের সে মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি বর্তমান সেগুলি হল -

প্রথমত: শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতসাহিত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা।

দ্বিতীয়ত: যথাযথ উচ্চারণ, ছেদ, যদি রক্ষা করে সংস্কৃত গদ্য পাঠে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা, দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে তাদের পরিচিত করা, দেবনাগরী অক্ষর পড়তে, লিখতে সাহায্য করা - এককথায় যথাযথ উচ্চারণে সংস্কৃতপাঠে পারদর্শিতা অর্জনে সহায়তা করা।

তৃতীয়ত: উদাও, অনুদাও এবং স্বরিতস্বর সহযোগে কবিতা পাঠে পারদর্শিতা অর্জন করা সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বারবার আবৃত্তি বা চর্চা ব্যতীত সংস্কৃতপাঠ যথাযথ হয় না। আর পাঠ যথাযথ না হলে কবিতার সৌন্দর্যহানি ঘটে। সংস্কৃত শিক্ষককে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

চতুর্থত: ব্যাকরণের শুদ্ধি রক্ষা করে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার পারদর্শিতা লাভ সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিক্ষাদানের সময় ছোট ছোট সরল সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার করতে শিখিয়ে শিক্ষার্থীগণকে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে সক্ষম করে তোলার জন্যই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন।

পঞ্চমত: সংস্কৃত ভাষায় লেখার দক্ষতা লাভ এই ভাষা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাকরণের শুদ্ধতা রক্ষা করে সরল সংস্কৃত ভাষায় বাক্যগঠনে শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করে তোলা এই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠত: বাংলা অথবা ইংরাজী থেকে শ্রুতিমধুর সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার পারদর্শিতা লাভ এই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অনেকে মনে করেন সংস্কৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা, কারণ সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু এই মত আমরা মেনে নিতে পারি না। কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষার রসাস্বাদন সংস্কৃত ভাষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে সুরক্ষিত শিক্ষকমহাশয় সেই ভাণ্ডারের চাবিকাঠি শিক্ষার্থীকে দেবেন। আর শিক্ষার্থী এই ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃতি সভ্যতা ও চিন্তাধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উন্নততর সংস্কৃতির পত্তনে আগ্রহী হবে। সুতরাং প্রাচীন সভ্যতাও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ সাধন করাই হল সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার চিরন্তন উদ্দেশ্য।

অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব :-

অথবা

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব কতখানি?

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে - "Sanskrit which is the

mother of most Indian language has always appealed both from the cultural and religious point of view." বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, অসমিয়া প্রায় সকল ভাষার জননী এই সংস্কৃত ভাষা। তাই ভাষাশিক্ষার দিক থেকে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদ্যাসাগর বলেছেন - ''সংস্কৃত ভাষা না জানিলে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাবো।"

কিন্তু আমরা দেখতে পাই একদল আধুনিক শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক গতিশীল শিক্ষার যুগে সংস্কৃতের মত মাতৃভাষার কোন প্রয়োজন নেই এবং সেই কারণেই এই ভাষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত নয়। তবে আধুনিক শিক্ষাবিদগণের এই মতবাদ যে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য এরূপ মন্তব্য করেছেন। শিক্ষার ইতিহাসে মেকলে মিনিট সেদিন শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই ব্রিটিশ প্রবাহিত শিক্ষা দ্বারাই সংস্কৃতকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। তবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় চারটি ভাষা শিখবার ব্যবস্থা আছে - মাতৃভাষা, ইংরাজী ভাষা, হিন্দী ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু ত্রিভাষা সূত্রে সংস্কৃতের স্থান অতীব গৌণ। সেখানে তৃতীয়ভাষা হিসাবে স্থান পেয়েছে হিন্দী। সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীতে হিন্দীর পরিবর্তে সংস্কৃত, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত 'নবশিক্ষানীতি' ত্রিভাষাসূত্রানুসারে ভাষাশিক্ষার নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুরূপ মতও উক্ত প্রবন্ধে বিধৃত রহিয়াছে।

ভাষা ভাবের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। ভাষা ভাব বিনিময়ে সাহায্য করে। ভাষা মানুষের মনের আবেগ, সংবেদন ও প্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে চালিত করে। ভাষাহীন মুক মানুষ সমাজে সংসারে অক্ষম, অসফল এবং নিরর্থক জীবন বহন করে। এইজন্যই আচার্য দণ্ডী বলিয়াছেন -

''বাচামের প্রসাদেব লোকো যথা প্রবর্ততে।।"

তিনি আরও বলেছেন -

''ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহয়ং যদি মাসংসারাং দীপ্যতে।।"

অতএব, ভাষা যখন জীবনের একটি অনিবার্য অবলম্বন তখন সে ভাষা সুভাষা হইলে উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন সার্থক ও সফল হয়। সংস্কৃত সুরধ্বনির বিমলাঞ্জলিতে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আত্মপরিপোষণ এবং জাতির সমৃদ্ধি সাধন ও ঐক্য সাধন করা যাইতে পারে।

৩.৫ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অন্য ভারতীয় ভাষার সম্বন্ধ (Discuss the relation between Sanskrit and the other Indian languages)

প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র আপন বৈশিষ্ট্যে বিভাষিত প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত আর্য সভ্যতার সুমহতী পরিণতি (প্রাকৃতাৎ অন্যত্তু সংস্কৃতম্)। সংস্কৃত ভাষা যা পূর্বে দৈবভাষারূপে (devine speech) পরিচিতি লাভ করেছিল তাই পরবর্তীকালে নানাবিধ অনুশাসনের নিরিখে সংস্কৃত হতে সংস্কৃত ভাষারূপে খ্যাতি লাভ করেছে।

আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলি তাদের উদ্ভব, বিকাশ প্রভৃতির জন্য সংস্কৃত ভাষার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। যথা-বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল, হিন্দী, মালয়ালম, কন্নড় প্রভৃতি অসংখ্য উপাদান ও উপকরণ আহরণ করে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ৬০-৭০ ভাগ শব্দমালা সরাসরি সংস্কৃত হতে সংগৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা হতে গৃহীত 'সূর্য' শব্দটি অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষা ও হিন্দী ভাষায়, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। এইরূপ আরও অসংখ্য শব্দ এবং বাক্যাংশ ও বাগ্‌ধারা সরাসরি অবিকৃতভাবে ভারতীয় ভাষাগুলির ভাণ্ডারে স্থান দখল করে নিয়েছে। তেলেগু, তামিল, মালয়ালম এবং কন্নড় ভাষাগুলির উচ্চারণ সাদৃশ্য, ভাষাগত সাদৃশ্য ও শব্দমালা সংস্কৃত হতে ঋণের কথা প্রমাণিত করে। যেমন - তেলেগু ভাষার 'মন্দিরম্' উচ্চারণ এবং শব্দ সমেত সংস্কৃত ভাষা হতেই সংগৃহীত।

ভাষার সৌধবগত সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার নির্মাণগত কারুকর্মের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির বিলক্ষণ সাদৃশ্য লুকিয়ে আছে। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধির জন্য সংস্কৃতভাষা অনুশীলন করলে অল্পায়াসেই তা হৃদগত হয়। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ আশ্রিত। সংস্কৃত ভাষার বৃদ্ধি ও বিকাশ, উদ্ভব এবং পরিণতি ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অনুসরণ করে নির্বাহ হয়। লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় ভাষাগুলির উচ্চারণগত চাতুর্য্য এবং মাধুর্য্য সংস্কৃত ভাষার অনুকারী। বিশেষত হিন্দী প্রভৃতি কতগুলি ভারতীয় ভাষা বহুলাংশে অবিকৃত ভাবেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ রীতি অনুসরণ করছে। যথা - অ-কারাদি স্বরবর্ণের, ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থানগত সাদৃশ্য বিশেষ পর্যালোচনার বিষয়, সংস্কৃতে যেমন বিবার ও সংকার অ-কার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলতঃ 'জলম্' শব্দটির উচ্চারণ হয় 'জালম্' এবং 'হরি' শব্দটির উচ্চারণ হয় 'হারি'। এছাড়াও কণ্ঠ্য প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের সাম্যবশতঃ এবং উচ্চারণ প্রভৃতির সাদৃশ্য হেতু হিন্দী ভাষার সহিত সংস্কৃতভাষার আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা ভাষার স্থানগত বৈশিষ্ট্যহেতু কালগত পার্থক্যের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণরীতি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারে নাই। যথা - বিজ্ঞান-বিগ্যান, যজ্ঞ-যগ্য, রাক্ষস-রাক্‌ষস ইত্যাদি। উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষায় অনুরূপভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অমিলের ক্ষেত্রটিও বহুদূর বিস্তৃত। তামিল, মালয়ালম, কন্নড় এবং তেলেগু প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের এই ভাষাগুলি সংস্কৃতের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এবং নির্মাণগত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে চলেছে। অবশ্য লিপিমালার ক্ষেত্রে হিন্দীভাষার উপরই সর্বাংশে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল এবং মালয়ালম ভাষার লিপিও দেবনাগরী লিপি হতে সম্পূর্ণ ভিন্নাকারের।

ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বহিরাঙ্গগত মিল এবং অমিল বহুল পরিমাণে লক্ষিত হলেও অন্তরঙ্গে তাদের সাম্য এবং সাদৃশ্য প্রভূত পরিমাণে রয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতভাষার সহিত ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। এবং একটি ঐক্যের ধারা লক্ষ্য করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ, উচ্চারণ, বাগ্‌ধারা ও সৌষ্ঠবগত সাম্য লক্ষ্য করে বলেন - "Sanskrit is the mother of all Indian languages."

ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতন। ধ্বনিগত মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতের বিভিন্ন ভাষারূপের সঙ্গে যোগসূত্রের কথাই স্মরণ করে দেয়।

৩.৬ সংস্কৃতপাঠ্যসূচি নির্মাণের নীতি (Principles of Construction of Syllabus in Sanskrit)

আধুনিক ভাষার জননী হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। তাই আধুনিক ভাষাকে সঠিকভাবে জানতে হলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। আধুনিক পদ্ধতিতে যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে অল্পসময়ে সঠিকভাবে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করে এবং প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমা উদ্‌ঘাটনে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। শিক্ষার এই লক্ষ্যকে স্থির করে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিদ্‌গণ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ্যসূচী তৈরী করার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলির দিকে নজর রাখবেন। নীতিগুলি হল -

প্রথমত: অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচি নির্মাণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত: পাঠ্যসূচি যাতে মনোবিজ্ঞানসম্মত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয়ত: পাঠ্যসূচি হবে সর্বব্যাপক অর্থাৎ মৌখিক কাজ, অর্থযুক্ত শব্দের মাধ্যমে বর্ণপরিচয়, শব্দভাণ্ডার, নীতিমূলক গল্প, উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গি, ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

চতুর্থত: শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেই পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচি নির্মাণ করা হবে।

পঞ্চমত: ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ব্যাকরণকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ষষ্ঠত: শিক্ষার্থীদের রুচি ও আগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচি নির্মাণ করতে হবে।

সপ্তমত: শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক ভিত্তির পরিচয় পাঠ্যসূচিতে থাকতে হবে।

অষ্টমত: পাঠ্যসূচি এমনভাবে নির্মাণ করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত জীবনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ লাভবান হতে পাবে।

নবমত: ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতিকে স্বীকার করে পাঠ্যসূচিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, পাঠ্যসূচি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তাতে করে সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সফল করা যেতে পারে।

৩.৭ সারসংক্ষেপ

- ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা এদেশীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধারাকে প্রাণ দিয়ে সজীব করে তুলেছে। তাই সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান না থাকলে আমরা আমাদের সভ্যতার বিবরণ জানতে পারব না।
- সংস্কৃত শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যাতে এই ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা ও চিন্তা ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উন্নততর সংস্কৃতির উন্মেষে আগ্রহী হবে। সুতরাং প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসাধন করাই হল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার চিরন্তন উদ্দেশ্য।

- আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলি তাদের উদ্ভব বিকাশ প্রভৃতির জন্য সংস্কৃত ভাষার নিকট ঋণী। ভাষা বিজ্ঞানীগণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। ভাষা বিজ্ঞানীরা সংস্কৃত ব্যাকরণ, উচ্চারণ, বাক্‌ধারা ও শৌষ্ঠবগত সাম্য লক্ষ্য করে বলেছেন - সংস্কৃত হল সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী স্বরূপা।

- ভারতীয় যে কোন ভাষাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। আধুনিক পদ্ধতিতে যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে অল্পসময়ে সঠিকভাবে সংস্কৃত ভাষা শিখতে শিক্ষার্থীরা সমর্থ হবে। সুতরাং শিক্ষার এই লক্ষ্যকে স্থির করে এবং শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার উপর দৃষ্টি রেখে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠ্যসূচী নির্মাণ করবেন।

৩.৮ সহায়ক পুস্তক

১। সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ। সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩.৯ প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃতভাষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ কী তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। সংস্কৃত পাঠ্যসূচী নির্মাণের নীতিগুলি আলোচনা করুন।

একক — ৪ : সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (ক)

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.১ ভূমিকা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ প্রচলিত পদ্ধতি/পাঠশালা পদ্ধতি।

৪.৪ পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি।

৪.৫ সংবাদ পদ্ধতি।

৪.৬ অনুবাদ পদ্ধতি।

৪.৭ সারসংক্ষেপ

৪.৮ সহায়ক পুস্তক

৪.৯ প্রশ্নাবলী

৪.১ ভূমিকা

সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ভাষা শিক্ষার কিছু পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রেও অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন প্রচলিত পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি, সংবাদ পদ্ধতি ও অনুবাদ পদ্ধতি। আমরা এই পদ্ধতিগুলির স্বরূপ, দোষ, গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৪.২ উদ্দেশ্য

১। প্রচলিত পদ্ধতি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা জানতে পারবেন।

২। প্রচলিত পদ্ধতির দোষ ও গুণ সম্বন্ধে অবগত হবেন।

৩। পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব তা জানতে পারবেন।

৪। এই পদ্ধতির গুণ, দোষ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদ পদ্ধতির গুরুত্ব কতখানি তা জানতে পারবেন।

৬। এই পদ্ধতির দোষ গুণ সম্পর্কে অবগত হবেন।

৭। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ পদ্ধতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে পারবেন।

৮। এই পদ্ধতির দোষ, গুণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪.৩ Traditional Method বা পাঠশালা পদ্ধতি

সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভাষা। এই ভাষাশিক্ষার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। কারণ ব্যাকরণবহুল শব্দ ভাষাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। তাই উপযুক্ত পদ্ধতি ছাড়া এই ভাষা শিক্ষা সম্ভব নয়। এই ভাষা শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নকালে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পদ্ধতি হল পাঠশালা বা Traditional Method।

এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১) **মুখস্থীকরণ :** এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করার সময় শিক্ষার্থীদের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলির রূপ মুখস্ত করতে হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দেশে শিক্ষার্থীগণ না বুঝে শব্দরূপ মুখস্ত করে থাকে। প্রথমে পণ্ডিত মহাশয় স্ব-রবে যথাযথ উচ্চারণে নিজে পাঠ করেন আর তার সঙ্গে ছাত্রগণ গলা মিলিয়ে পাঠ গ্রহণ করে। আর বাড়িতে সেগুলি বারবার আবৃত্তি করে মুখস্ত করে। এইভাবে শব্দরূপ শেষ করে ধাতুরূপ, কারক-বিভক্ত, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি বিষয়ের সূত্রগুলি মুখস্ত করানো হয়।

২) **অভিধান ব্যবহার :** এরপর শুরু হয় অভিধান পড়ানো অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ' থেকে সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ মুখস্ত করা হয়। এই অমরকোষের সূত্রগুলি পদ্য ছন্দে রচিত। যার জন্য শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করতে সুবিধা হয়। কঠিন শব্দগুলি শিক্ষক মহাশয় ব্যাখ্যা করে দেন। এইভাবে ব্যাকরণপাঠের ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৩) **সাহিত্য পাঠ :** অভিধান থেকে সংস্কৃত প্রতিশব্দ শিক্ষার পর এই পদ্ধতিতে শুরু হয় সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যপাঠে থাকে হিতোপদেশের গল্প, চাণক্য শ্লোক, রঘুবংশ থেকে কিছু শ্লোক অর্থাৎ বিভিন্ন কাব্য এবং সাহিত্য থেকে শ্লোক মুখস্ত করতে দেওয়া হত। আর গভীর জ্ঞানের জন্য 'মুগ্ধবোধ' কিংবা 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সূত্রাবলী মুখস্ত করতে হত। আর এইভাবে শুরু হত সাহিত্যপাঠ।

৪) **শিক্ষার্থীদের বিষয়ানুসারে বিভাজন :** এই পদ্ধতিতে পাঠদানকালে বিষয়ানুসারে শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ বিশেষ বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। কেউ ব্যাকরণে, কেউ কাব্যে, কেউ পুরাণে উপাধি লাভ করে থাকে। শিক্ষাদান চলে সম্পূর্ণ আগ্রমিক পরিবেশে।

এই পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতির কতকগুলি সুবিধা আছে -

ক) **বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা :-** এই পদ্ধতিতে মুখস্তীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় ফলে মুখস্ত করা বিষয়টি মনের গভীরে দাগ কাটে এবং চিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে ওঠে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

খ) **বাস্তবে প্রয়োগ :-** মুখস্ত বিষয়টিকে শিক্ষার্থীগণ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে এবং শ্লোকগুলি পরবর্তী জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

গ) **বিষয়ের প্রতি অনুরাগ :-** এই পদ্ধতিতে যেহেতু মুখস্থীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় সেহেতু শিক্ষার্থী একটিমাত্র বিষয়কে পড়তে থাকে ফলে বিষয়ের গভীরে অবগাহণ করতে পারে এবং বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে।

ঘ) **শিক্ষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক :-** এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রাচীনকালে দেওয়া হত। সকল শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা বা মুখস্থীকরণ ক্ষমতা সমান না থাকায় অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করত। আর অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

১) **ধর্মনির্ভর শিক্ষা :-** এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ছিল ধর্মনির্ভর। একটি বিশেষ ধর্মের শিক্ষার্থী গুরুগৃহে অবস্থান করে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করত। কিন্তু আমাদের দেশের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২) **মনস্তত্ত্ব সম্মত নয় :-** বর্তমানে বর্ণানুক্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন নেই। এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা বাক্যানুক্রমিক। এবং এটাই মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সূত্রগুলি মুখস্ত করিয়ে তারপর প্রয়োগ করানো হয় অর্থাৎ আগে ব্যাকরণ, তারপর ভাষা। কিন্তু এই নীতিগ্রহণ যোগ্য নয়। প্রথমে ভাষা, তারপর তার থেকে ব্যাকরণের সূত্র বাহির করা উচিৎ।

৩) **অধীতবিদ্যা হয় পুঁথিগত :-** যেহেতু মুখস্তীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় বেশী, সেহেতু অধীত বিদ্যা হয় পুঁথিগত। শিক্ষকগণ যেন তোতা পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার মত শুকনো পুঁথির পাতা জোর করে শিক্ষার্থীদের মুখে পুড়ে দেন আর ভীত শিক্ষার্থীগণ সেগুলি কণ্ঠস্থ করতে থাকে। শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রাক্ষোভিক কোন বিকাশ লাভ হয় না। তাছাড়া পুঁথিগতবিদ্যা বাস্তব জীবনে কোন কাজে লাগে না। কিছুদিন পর শিক্ষার্থী তা ভুলে যায়।

৪) **শিক্ষা বিষয়কেন্দ্রিক :** বর্তমানে শিক্ষার প্রসার বিস্তৃত। শিক্ষণীয় বিচিত্র সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেখানে মুখস্তীকরণের কোন গুরুত্ব নেই। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র একটি বিষয়েই জ্ঞান অর্জন হয়।

শিক্ষকের কর্তব্য :- এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয় এই পদ্ধতি কতটা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ে বলা যেতে পারে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে কেবলমাত্র একটা পদ্ধতিকে গোঁড়া ভাবে আকঁড়ে ধরে থাকা উচিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল সংস্কৃত ভাষা শেখানোর সফলতা এবং বিফলতা নির্ভর করছে শিক্ষকের বিষয় জ্ঞানের উপর। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য অপেক্ষা গভীরতা বেশী। কিন্তু আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে গভীরতা অপেক্ষা বৈচিত্র্য বেশী। এই পদ্ধতিতে পড়া বেশী, লেখা কম। কিন্তু বর্তমানে লেখা-পড়া দুইই সমান। আর শিক্ষকের উচিৎ শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সংস্কৃতের পরিবেশ গড়ে তোলা। তাই মনে করলে আংশিকভাবে এই পদ্ধতি গ্রহণ করতেও পারেন।

৪.৪ পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি (Text Book Method)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠশালা এবং ব্যাকারণ, অনুবাদপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রদ নয় বলে যখন প্রমাণিত হল তখন সংস্কৃত শিক্ষাকে অধিকতর মনোবিজ্ঞান সম্মত করে তোলার উদ্দেশ্যে আর একটি নতুন পদ্ধতি প্রচলন হল সেটি হল পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি বা Text Book Method।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির মূল কথা হল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়কে সুন্দরভাবে ও সমানভাবে পড়তে হবে এবং বিষয় সম্বন্ধে বোধ লাভ করতে হবে। সাধারণত আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে থাকে। Dr. West এর মতে ব্যাকারণ বা মৌখিক চর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ না করে পাঠ্যপুস্তক পড়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত। প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগুলিকে সুন্দরভাবে ক্রমানুযায়ী সাজাতে হবে তারপর পদ্যসম্বলিত বাক্য এবং পরে বাক্য সম্বলিত অনুচ্ছেদ ক্রমানুয়ায়ী সজ্জিত করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির লক্ষ্য (Aims of Text Method)

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির লক্ষ্যগুলি হল : -

প্রথমত: সংস্কৃত গদ্য বা পদ্যগুলিকে সরবে বা নীরবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ করা যাবে।

দ্বিতীয়ত: সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ ও স্বরের বিশুদ্ধিকরণ ঘটবে।

তৃতীয়ত: পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীরা যত বেশী ব্যবহার করবে তত শিক্ষার্থীদের নির্ভুল বানান লেখাতে পারদর্শী হয়ে উঠবে।

চতুর্থত: এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মাবে।

পঞ্চমত: পড়ার মাধ্যমে সংস্কৃতের বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন করা সহজ হবে।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির গুণ (Merits of Text Book Method)

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির বিভিন্ন গুণ রয়েছে সেগুলি হল : -

- এই পদ্ধতি প্রগতিশীল সভ্যতার যুগে অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- এই পদ্ধতি সংস্কৃত সাহিত্যের রস আস্বাদনের পথটি আরও সহজতর করে তোলে।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সরব ও নীরব পাঠের মাধ্যমে তাদের একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনেক ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির দোষ :-

এই পদ্ধতির যেমন গুণ আছে তেমনি কিছু দোষ বা অসুবিধাও লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল -

- এই পদ্ধতিতে মৌখিক কার্যের থেকে পড়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ মৌখিক আলোচনা যে শিক্ষা আনন্দ, আগ্রহ ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল এনে দেয় তা কেবল পঠনের সাহায্যে হতে পারে না।
- এই পদ্ধতিতে ব্যাকারণ শিক্ষার কোন সুযোগ নেই।
- এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা যান্ত্রিকতার আচ্ছাদন গড়ে তোলে।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শ্রেণীতে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট ধরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা খুবই কষ্টকর।

৪.৫ সংবাদ পদ্ধতি বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method)

সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভাষা। এই ভাষা শিক্ষার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কন্টকাকীর্ণ। কারণ ব্যাকরণ বহুল শব্দ ভাষাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। যেহেতু প্রাচীন ভাষা, সেহেতু এই ভাষা শিক্ষণের জন্য বিভিন্নকালে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে। এই রকমই একটি পদ্ধতি হল সংবাদ পদ্ধতি বা Direct Method। এই পদ্ধতি হল সংস্কৃত শিক্ষাদানের আধুনিকতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা স্বীকৃতি পদ্ধতি নামে পরিচিত।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ : সংস্কৃত ভাষা, শেখানোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই পদ্ধতিগুলিতে শিক্ষক মহাশয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর কোন ভূমিকা নেই। শিক্ষার্থী সেখানে নীরব দর্শক বা শ্রোতা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পাঠদানকালে শিক্ষক মহাশয় প্রথমেই শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠের পরিবেশ গড়ে তুলবেন। শিক্ষার্থীর কোন পরিচিত বস্তু হাতে নিয়ে তার সংস্কৃত রূপ বলে দেবেন এবং তাকে দিয়ে বলিয়ে নেবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে বস্তুবাচক, ব্যক্তিবাচক, ক্রিয়াবাচক শব্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটাবেন। শব্দ সম্ভার বাড়লে শিক্ষক মহাশয় ধীরে ধীরে বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির শিক্ষা দেবেন। তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে শিখবে। যেমন - শিক্ষক মহাশয় একটি বই হাতে নিয়ে শ্রেণীতে এলেন, শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ালে তাদেরকে বললেন 'সর্বে উপবিশত'। তারপর বই দেখিয়ে বললেন 'ইদং পুস্তকম্'। তারপর আবার বললেন 'ইদং নবং পুস্তকম্'। তারপর প্রশ্ন করলেন 'কিম ইদম্'? শিক্ষার্থীদের অনেকেই উত্তর দিতে পারবে। তারা উত্তর দেবে 'ইদং পুস্তকম্'। তারপর শিক্ষক মহাশয়, বললেন 'অহং পুস্তকং পঠামি, যূয়ং সর্বে মনোযোগেন শৃণুত।' এরপর শিক্ষক মহাশয় বইটি স্পষ্ট উচ্চারণ সহযোগে পড়তে থাকবেন এবং ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবেন। কিন্তু সমস্যা হল শিক্ষার্থীদের পরিচিত বস্তু বেশী হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। তখন শিক্ষক মহাশয় বাইরে থেকে বস্তু বা ছবির সাহায্য নেবেন। যেমন -

একটি ফুল দেখিয়ে বলবেন - ইদং পুষ্পম্।

দুটি ফুল দেখিয়ে বলবেন - ইমে পুষ্পে।

তিনটি ফুল দেখিয়ে বলবেন - ইমানি পুষ্পানি।

এইভাবে তিনটি বচনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাবেন। তবে মনে রাখতে হবে বস্তু বা ছবিগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যেন পূর্ব থেকে পরিচয় থাকে। ছবির সাহায্যে প্রথমে শব্দ, তারপর বাক্য শেখাবেন। এরপর শিক্ষক মহাশয় সরল সংস্কৃত ভাষায় গল্প শেখাবেন। মোটকথা এই পদ্ধতির ভিত্তি হল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে চলবে কথোপকথন এবং তা হবে সংস্কৃত ভাষায়।

ব্যাকরণ শিক্ষাদান :- এই পদ্ধতির প্রবক্তাগণ বারবার বলেছেন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। আর ব্যাকরণ শিক্ষার এই পদ্ধতিই হল আরোহী পদ্ধতি বা মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। তাছাড়া ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিজ্ঞানের যে নীতিগুলি আছে, যেমন - সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া, জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়া, মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়া, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ সব নীতিগুলিই এই পদ্ধতিতে মেনে চলা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখানো হলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সূত্র

আবিষ্কার করে এবং ব্যাকরণের সূত্রগুলির তাদের মনে রেখাপাত করে। যেমন ইদং সুন্দরং পুষ্পম্, শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন কী দৃক্ পুষ্পম্? শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে সুন্দরম্। শিক্ষক মহাশয় সুন্দরম্ পদটি যে পুষ্পম বিশেষ্য পদের বিশেষণ এবং দুই পদে একই বিভক্তি ও বচন হয়েছে তা বলে দেবেন। শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই সূত্র আবিষ্কার করবে।

আবার শশ + অঙ্কঃ = শশাঙ্কঃ (অ+অ=আ) অ-কারং মিলিত্বা আ-কারং ভবতি সূত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শ্রেণীতে সংস্কৃতের পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে ব্যাকরণ শেখানো ফলপ্রসূ হয়। এই পদ্ধতির নীতি হল প্রথমে শোনা, তারপর পড়া, তারপর শেখা। তাই আধুনিক পণ্ডিতেরা এই পদ্ধতিতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।

এই পদ্ধতির উদ্দেশ্যসমূহ :- এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যগুলি হল -

১। শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অভিরুচি উৎপাদন।

২। সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে নৈপুণ্য উপাদান।

৩। সংস্কৃত ভাষার রসাস্বাদনে দক্ষতা উৎপাদন।

৪। সংস্কৃত ভাষায় যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন।

৫। শ্রেণীকক্ষে সংস্কৃতে পরিবেশন প্রকল্পন।

এই পদ্ধতির গুণ :

১) এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন চলে, যার জন্য সুন্দরভাবে সংস্কৃতের পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

২) শিক্ষার্থীরা উদাহরণ থেকে নিজেরাই সূত্রগুলি আবিষ্কার করতে পারে।

৩) শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৪) ব্যাকরণের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে তাদের ব্যাকরণ ভীতি থাকে না।

৫) এই পদ্ধতির নীতি হল প্রথমে শোনা, পরে বলা, তারপরে লেখা। ফলে শ্রবণে, কথনে, লিখনে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট দক্ষতা জন্মে।

৬) শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন বস্তুর সংস্কৃত প্রতিশব্দ বলে দেন, ফলে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শব্দ সম্ভার বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির দোষ :-

১। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সংস্কৃত শব্দ সম্পর্কে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কোন জ্ঞান থাকে না।

২। যাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

৩। এই পদ্ধতি দ্বারা কেবলমাত্র বুদ্ধিমাত্র ছাত্রেরাই উপকৃত হয়।

৪। শ্রেণীকক্ষে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

৫। এই পদ্ধতিতে মাতৃভাষা বর্জনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষা শেখানোর চিন্তা অসম্ভব।

৬। সংস্কৃত ভাষার সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দের উপযোগী বস্তু বা ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তখন বাধ্য হয়ে কথোপকথন বাদ দিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যার সাহায্য নিতে হয়।

৪.৬ অনুবাদ পদ্ধতি (Translation Method)

মাতৃভাষা অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে অনুবাদ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি সম্পন্ন করতে হলে ব্যাকারণের উপর নির্ভর করতে হয় বলে এই পদ্ধতিকে ব্যাকারণ অনুবাদ পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।

অনুবাদ পদ্ধতির গুণ (Merits of Translation Method)

এই পদ্ধতির কিছু কিছু গুণ বিদ্যমান। সেই গুণগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে অনুবাদ পদ্ধতির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

২) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে অন্য কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় না।

৩) এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতিসূত্র বা স্মৃতিবন্ধন খুবই দৃঢ় হয়।

অনুবাদ পদ্ধতির দোষ Demerits of Translation Method

এই পদ্ধতির কিছু গুণ থাকলেও দোষ লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল ঃ—

১। এই পদ্ধতিতে ভাবকে প্রথমে মাতৃভাষায় এবং পরে অনুবাদ করে সেই ভাবকে সংস্কৃত ভাষায় বুঝতে হয় বলে সংস্কৃতভাষা শেখার মানসিক প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়।

২। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাণের ব্যাপারে সুর, স্বর, ছন্দ প্রভৃতির গুরুত্ব অনেকটাই। এই সুর প্রভৃতির পার্থক্য অনুসারে শব্দের অর্থেও পার্থক্য ঘটে। তাই অনুবাদ পদ্ধতি অনেক সময় এই পার্থক্য করতে সমর্থ হয় না।

৩। এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গেলে শ্রেণীকক্ষের সংস্কৃত পাঠ নীরস হয়ে ওঠে।

৪। এই পদ্ধতি খণ্ড খণ্ড করে উপস্থাপিত করতে হয় বলে এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়।

৪.৭ সারসংক্ষেপ

- চতুথপাঠিতে আচার্যগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত শিক্ষাদান করেন সেই প্রাচীন পদ্ধতিকে প্রচলিত বা পাঠশালা বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সঠিক উচ্চারন করে শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দিতেন তারপর শিক্ষার্থীরা সেই উচ্চারণ বিধি মেনে মুখস্থ করত। আর এখানে অল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়ে

অধ্যাপনা করতে হত বলে গুরুমহাশয় সবধরণের শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে সমান দৃষ্টি রাখতে পারতেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠত।

- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির মূল কথা হল, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়কে সমানভাবে পড়তে হবে এবং বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হবে। আমাদের দেশে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বলা বা লেখা অপেক্ষা পড়ার ক্ষেত্রে খুব একটা ক্লান্তির সৃষ্টি হয় না তাই এই পদ্ধতি সর্বদাই গ্রহণযোগ্য।

- সংবাদ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল শিশু সহজ সরল ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিখতে পারবে। অর্থাৎ সহজ কথায় শিশুরা যেভাবে মাতৃভাষা শেখে, সেইভাবেই সংস্কৃত ভাষাও শিখবে। ভাষা শিক্ষার নানা দিক বিচার করে দেখা গেছে যে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যাপারে সংবাদ পদ্ধতি খুবই ফলপ্রদ হয়েছে।

- অনুবাদ পদ্ধতিতে প্রথমে নতুন ভাষার শব্দগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে হয় তারপর পুরো বাক্যটি মাতৃভাষায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের শোনানো হয়। অর্থাৎ অনুবাদ পদ্ধতিতে ভাবকে প্রথমে মাতৃভাষায় বুঝতে হয় তারপর অনুবাদিত সেই ভাবকে নতুন ভাষায় প্রকাশ করে বুঝতে হয়।

৪.৮ সহায়ক পুস্তক

১) সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২) সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪.৯ প্রশ্নাবলী

১। পাঠশালা পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতির দোষ-গুণ আলোচনা কর।

২। পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? এই পদ্ধতির দোষ-গুণ আলোচনা কর।

৩। সংবাদ পদ্ধতির প্রধান নিয়মগুলি লেখ।

৪। অনুবাদ পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? এই পদ্ধতির দোষ-গুণ আলোচনা কর।

একক — ৫ : সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (খ)

বিন্যসক্রমঃ

৫.১ ভূমিকা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ মৌখিক কার্য।

৫.৪ উচ্চারণ বিধি।

৫.৫ বানান বিধি।

৫.৬ অভিধানের ব্যবহার।

৫.৭ সংলাপ।

৫.৮ নাট্যরূপ।

৫.৯ সহায়ক পুস্তকের ব্যবহার।

৫.১০ খেলা ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি।

৫.১১ সারসংক্ষেপ

৫.১২ সহায়ক পুস্তক

৫.১৩ প্রশ্নাবলী

৫.১ ভূমিকা

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি জানার পর আমরা এখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিধি ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করছি। যেমন - মৌখিক কার্য, উচ্চারণ বিধি, বানান বিধি, অভিধানের ব্যবহার, সংলাপ, নাট্যরূপ ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি।

৫.২ উদ্দেশ্য

১) সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কার্যের গুরুত্ব কতখানি তা জানতে পারবে।

২) শুদ্ধ উচ্চারণ সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৩) শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে বানানে পারদর্শিতা অর্জন করা যাবে।

৪) সংলাপের মৌখিক কার্যের গুরুত্ব জানতে পারবে।

৫) বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নাটকের একটি ভূমিকা রয়েছে তা জানতে পারবেন।

৬) পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক হিসাবে সহায়ক পুস্তক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে পারবে।

৫.৩ মৌখিক কার্য (Oral Work)

একটি শিশু পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর তার মনের ভাব কতকগুলি শব্দে প্রকাশ করে। সুতরাং সে মৌখিক ভাবের দ্বারা যে অভিব্যক্তি ঘটায় তাকে বলে মৌখিক কার্য। এই মৌখিক পদ্ধতিকে কেউ কেউ MOTHER METHOD বা ACTION METHOD বলেছেন।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক পদ্ধতির গুরুত্ব অনেকটাই, সে সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকগণ ও শিক্ষাবিদগণ প্রায় একমত। অধ্যাপক Guin অধ্যাপক Gurry, Wilder, Renfield, Jesperson, M.M. lewis - প্রভৃতি শিক্ষাবিদ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌখিক পদ্ধতির ওপর অধিক প্রাধান্য প্রদান করেছে।

মৌখিক কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কঠিন শব্দরাশি সম্পর্কে কোনরূপ অস্পষ্ট উচ্চারণ থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। যেমন, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যখন বলবেন - 'উত্তিষ্ঠত' তখন শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়াবে আবার যখন বলবে 'উপবিশত' তখন সকলেই বসে পড়বে। তখন সকলে এই ভাবেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা শিক্ষক বাক্যার্থগুলি বোঝাবার চেষ্টা করবেন।

মৌখিক কার্যের উপযোগিতা (Utility of Oral Work)

মৌখিক কার্যের উপযোগিতাগুলি হল :

১) সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা যাতে সরস ও সজীব হয় সেজন্যে মৌখিক কার্য প্রয়োজন।

২) মৌখিক কার্যের ফলে শিক্ষার্থীদের মনে সংস্কৃত শব্দ, বাক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধি ঘটে।

৩) মৌখিক কার্যের ফলে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত উচ্চারণ সুস্পষ্ট হয়।

৪) মৌখিক কার্য সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলে।

৫) নতুন নতুন সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৌখিক কার্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে।

৫.৪ উচ্চারণ বিধি (Pronunciation)

শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে মৌখিক কার্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রাথমিক স্তরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষককে সংস্কৃতের প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, বাক্য প্রভৃতির সঠিক উচ্চারণ রীতি অনুসরন পূর্বক উচ্চারণ করতে হবে। শিক্ষক স্পষ্ট ও শুদ্ধিভাবে বাক্য উচ্চারণ করবে, বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের নিজের খাতায় লিখে নিতে বলবেন এবং সেগুলি তাঁকে অনুসরণ করে উচ্চারণ করতে বলবেন। এই ভাবে শিক্ষক প্রথম থেকেই সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে সচেতনতা অবলম্বন করবেন।

৫.৬ অভিধানের ব্যবহার (Use of Dictionary)

সব শব্দের অর্থ জানতেই প্রয়োজন হয় অভিধানের। অভিধানের আর এক নাম হল শব্দকোষ। এখানে শব্দের অর্থ জানা যায় বলে এই অভিধানকে শব্দশাস্ত্রও বলা যেতে পারে। 'অভিধীয়তে অনেন' ইত্যাদি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যার দ্বারা শব্দার্থ জানা যায় তাকে অভিধান বলে। অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃত

ভাষাতেও প্রাচীন যুগ থেকে কোশ গ্রন্থের ব্যবহার চলে আসছে। মৌখিক কার্যের ক্ষেত্রে এই কোশ গ্রন্থের ব্যবহার আছে। কারণ কোশগ্রন্থগুলিতে শব্দের উচ্চারণ বিধিও দেওয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক শব্দকোশের নাম পাওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'যাস্কের নিরুক্ত'; অমর সিংহ রচিত 'অমরকোশ', মেদিনীকার রচিত 'মেদিনীকোশ', কেশব রচিত 'কল্পদ্রুমকোশ' ইত্যাদি। তবে বর্তমানে পাওয়া যায় V.S. Apte মহাশয়ের 'The student's sanskrit-English Dictionary', The studens English-Sanskrit Dictionary। এই দুটি অভিধান গ্রন্থ। বর্তমানে এই গ্রন্থদুটি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট চাহিদাপূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৫.৭ সংলাপ (Dialogue)

সংলাপ সাধারণত নাটকেই দেখা যায়। মৌখিক কার্যে সংলাপের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সম্ - ল্যপ্ ধাতুর উত্তর যঞ্ প্রত্যয় করে সংলাপ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ল্যপ্ ধাতুর অর্থ কথা বলা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাকে বলে সংলাপ। সংলাপে নানা ধরনের বৈচিত্র্য থাকে ও ভাবও থাকে। মৌখিক কার্য ছাড়া এই সংলাপ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

৫.৮ নাট্যরূপ (Dramatisation)

মহামুনি ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' নাট্যকলার প্রাচীনতর গ্রন্থ। আচার্য ভরতের মতে ভগবান ব্রহ্মা লোলিতকলারূপ নাট্য সৃষ্টি করেছে। নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যাংশ, সামবেদ থেকে সংগীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস আরোহণ করে নাট্যরচনা করে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নাটকের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে যেমন গদ্য-পদ্য থাকে তেমনি তার পাশাপাশি নাটকও পাঠ্য হিসাবে দেওয়া থাকে। যেমন 'দানবীর কর্ণঃ', 'দুর্বাসসঃ শাপঃ' ইত্যাদি। এছাড়াও পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত গল্পগুলিকেও নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে। যেমন - 'ধূর্তত্রয়ঃ কথা' - গল্পটিতে চারটি চরিত্র আছে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে কোন চারটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে চারটি চরিত্র সংলাপের আকারে পাঠ করাতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা নাটকটি আগ্রহ সহকারে শুনবে ও পর্যবেক্ষণ করবে।

বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ যথোপযুক্ত ও ফলপ্রদ হবে। কারণ চাক্ষুষ দেখা বিষয় তাদের স্মৃতি পটে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। তাছাড়া কোন বিষয়কে নাট্যরূপ দান করলে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর সুমধুর হওয়ার সাথে সাথে উচ্চারণও স্পষ্ট ও শুদ্ধ হয়।

৫.৯ সহায়ক পুস্তকের ব্যবহার

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত বিষয় সম্পর্কিত তথ্য আরও গভীরভাবে জানার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সহায়ক পুস্তকের। কারণ পাঠ্যপুস্তকের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকে। যেমন 'বন্দে মাতরম্' পদ্যাংশটি পাঠ করার সময় কোন পটভূমিকায় পদ্যটি রচিত হয়েছিল? কত সালে রচিত হয়েছিল? প্রভৃতি পদ্যের আনুসাঙ্গীক অনেক কিছু জানার জন্য দরকার সহায়ক পুস্তকের। পরিশেষে বলা যায় নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তকের খুব বেশি প্রয়োজন না হলেও উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তকের ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক।

৫.১০ খেলাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি (Play Way Method)

খেলা কী? What is play?

প্রচলিত ধারণানুযায়ী শিক্ষা এবং খেলা দুটি পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়া। পড়ার সময় খেলা করলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। খেলা করা মানে সময়ের অপচয় করা। সুতরাং অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ হল - 'ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ'। কিন্তু আধুনিককালে খেলা সম্পর্কিত এই ধারণা পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়েছে। শিশু স্বভাবতঃ খেলাধূলা ভালোবাসে। তাই বর্তমানে শিক্ষাবিদরা মনে করেন শিশুর সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করেই তাকে শিক্ষা দিতে হবে। একটি শিশুর খেলার মাধ্যমেই তার দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বিকাশ ঘটে। তাই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় খেলা একটি কার্যক্রম মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে। অনেক শিক্ষাবিদ এই খেলার সংজ্ঞা দিয়েছেন -

১) Crow and Crow খেলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - 'Play can be define as the activity in which a person engages when his free to do what he wants to do'.

২) শিক্ষাবিদ Nunn বলেছেন 'Play is a profound mani festation of Creativity' অর্থাৎ শিশু নতুন কিছু সৃষ্টি করতে ভালোবাসে এবং এই সৃষ্টির মধ্যে সে আনন্দ লাভ করে।

৩) Tomson মনে করেন - 'play is the impulse to carry out certain incentive action' অর্থাৎ কোন একটা উত্তেজক কাজ করার তাড়নাই হল খেলা।

৪) Macdogougal মনে করেন - 'খেলা হল জীবনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ' (Play is the outcome of primal libido)

খেলার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Play)

খেলার বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যেতে পারে :-

১। খেলা হল শিশুর জন্মগত একটি প্রবণতা। সব ছেলে মেয়েরাই খেলতে ভালোবাসে। শুধু তাই নয় জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও খেলার প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং খেলা হল একটি সর্বজনীন আচরণ।

২। শিশু বুদ্ধির প্রকাশ খেলার মাধ্যমে হয়ে থাকে যা শিশুকে তার পরবর্তী জীবনে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

৩। খেলা আনন্দ দান করে। এই আনন্দ শিশু অন্য কিছু থেকে পায় না।

৪। খেলার নিয়মকানুন শিশু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় ফলে তাদের মধ্যে সতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা জন্মায়।

৫। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা বহু সামাজিক গুণ আয়ত্ত করে।

৬। খেলার মাধ্যমে শিশু আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। এবং তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটে।

সংস্কৃত শিক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রীড়াধর্মী শিক্ষাপদ্ধতি (Play way method Teaching of Sanskrit)

বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়াধর্মী সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী খুব সহজেই সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়।

অনেক সময় শ্রেণীর মধ্যে গানের লড়াই খেলা হয়। সে ভাবে শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে পদ্যের লড়াই করাতে পারেন। এছাড়া কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন যেমন শিক্ষক বিষয় দিলেন 'সরস্বতী স্তোত্রম্'। এই পদ্য শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে শ্রেণী কক্ষে বলবে এতে করে তাদের পদ্যপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া নাটক পড়ানোর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে। যেমন 'দানবীরঃ কর্ণঃ, দুর্বাসনঃ শাপঃ' এই নাটকগুলির চরিত্রগুলিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে শিক্ষক তাদের সেই চরিত্রগুলি অভিনয় করতে শেখাবে। অভিনয়ের সময় চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক যে কোন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কৃষ্ণফলকে একটি মানুষের চিত্র অঙ্কন করতে বলবেন। তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন পঞ্চেন্দ্রীয় কী কী? তার এই চিত্রটির লিঙ্গ কি? হাত পা এবং মাথার প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্কৃত-প্রতিশব্দ কি? এভাবে সংস্কৃতে লিঙ্গের জ্ঞান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্কৃতের প্রতিশব্দ শিক্ষার্থীরা সহজেই খেলার মাধ্যমে শিখতে পারবে।

৫.১১ সারসংক্ষেপ

১) মৌখিক কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কঠিন শব্দরাশি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকার সম্ভাবনা থাকে না। এই কার্যের প্রধান উপযোগিতা হল যে একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের দ্বার রূপে বিবেচিত হয়।

২) শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে মৌখিক কার্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতরাং শিক্ষকের উচিত সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৩) শিক্ষককে মৌখিক কার্যের সাহায্যে প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ বানান সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে। সুতরাং সংস্কৃত বিশুদ্ধ বানান লিখতে ও বলতে পারার জন্য বর্ণের উচ্চারণ অবশ্যই কর্তব্য।

৪) অন্য ভাষার মত সংস্কৃত ভাষাতেও প্রাচীনযুগ থেকে অভিধানের ব্যবহার চলে আসছে। আর এই অভিধানের মাধ্যমেই সংস্কৃত ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ, উচ্চারণ বিধি, লিঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারা যায়।

৫) সংলাপে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য থাকে এবং ভাবও থাকে। মৌখিক কার্য ছাড়া এই সংলাপগুলি দেখানো সম্ভব না। এছাড়া এই সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুদ্ধ উচ্চারণের প্রবণতা বেড়ে ওঠে।

৬) বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই পাঠ্যসূচীর মধ্যে গদ্য পদ্যের পাশাপাশি নাটকও পাঠ্য হিসাবে দেওয়া থাকে। এই নাটকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু খুব তাড়াতাড়ি অবগত হয়।

৭) পাঠ্যপুস্তক পড়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক ধরনের তথ্যের অভাব থাকে। তাই বিভিন্ন তথ্য জানতে সহায়ক পুস্তক সাহায্য করে।

৫.১২ সহায়ক পুস্তক

১) সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২) সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫.১৩ প্রশ্নাবলী

১। মৌখিক কার্য কাকে বলে? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। সহায়ক পুস্তকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

একক — ৬ : সংস্কৃত শিক্ষণের পদ্ধতি (গ)

বিন্যাসক্রমঃ

৬.১ ভূমিকা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ দেবনাগরী লিপির পঠন ও লিখন।

৬.৪ গদ্য শিক্ষণ।

৬.৫ পদ্য শিক্ষণ।

৬.৬ ব্যাকরণ শিক্ষণ।

৬.৭ রচনা শিক্ষণ।

৬.৮ সারসংক্ষেপ

৬.৯ সহায়ক পুস্তক

৬.১০ প্রশ্নাবলী

৬.১ ভূমিকা

মৌখিক কার্য আলোচনা করার পর দেবনাগরী লিপি কিভাবে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে তার বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হচ্ছে। যেমন - গদ্য শিক্ষণ, পদ্য শিক্ষণ, ব্যাকরণ শিক্ষণ, রচনা শিক্ষণ ইত্যাদি।

৬.২ উদ্দেশ্য

১। দেবনাগরী লিপি শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারবেন।

২। গদ্য ও পদ্য শিক্ষণ পদ্ধতি জানতে পারবেন।

৩। কিভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায় তা জানতে পারবেন।

৪। কিভাবে রচনা শিক্ষণ দেওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন।

৬.৩ প্রশ্ন ঃ দেবনাগরী লিপি শিক্ষাদানের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

মনের ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়োজন ভাষার, সেই রূপ সেই ভাবকে একটি স্থায়ীরূপ প্রদান করার জন্য প্রয়োজন লিপির। সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়ে মানুষ যেমন সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে, সেরূপ তার মানসিক চিন্তা ও ভাবকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং তার গণ্ডীর বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তার স্বকীয় মত ও আদর্শকে সুচারু, সুশৃঙ্খল ও সুসামঞ্জস্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাষার স্থায়িরূপে অবলম্বন বা মাধ্যম রূপে লিপির প্রয়োজনীয়তা লাভ করল এবং তার ফলে উৎপত্তি হল লিপির। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষার তা বৈদিক বা পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভারতবর্ষের

জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কোনো কালেই সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি ছিল বলে জানা যায় না, যদি ব্রাহ্মী বা সংস্কৃত ভাষাতে ব্রাহ্মী লিপিরই ব্যবহার হয়ে আসছে। যুগ অঞ্চল জলবায়ুভেদে তার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সংস্কৃত ভাষা যে লিপিতে বিদ্ধত তা দেবনাগরী লিপি নামেই সর্বাধিক পরিচিত। 'দেবনাগর' কথা থেকে দেবনাগরী এসেছে - এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্য সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষাও বলা হয়ে থাকে, তবে এই দেবনাগরী লিপিকে ব্রাহ্মী লিপিরই রূপ ভেদ মাত্র - একথা বলাবাহুল্য।

সংস্কৃত শিক্ষা কমিশন সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে লেখার মাধ্যম হিসাবে সমগ্র ভারতের জন্য দেবনাগরী হরফকে সুপারিশ করেছেন। এই অক্ষর বা হরফ শিক্ষাদানের পদ্ধতি হল -

১। যে বাংলা অক্ষর ও দেবনাগরী অক্ষরগুলি আকারের দিক থেকে প্রায় সদৃশ। সেগুলির প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন -

বাংলা	দেবনাগরী
ঘ	घ
ণ	ण
ম	म

২। আবার যেসকল দেবনাগরী অক্ষর আকারগতভাবে পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। সেইসকল অক্ষর আগে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন - ঘ = ধ (घ = ध) প = ফ (प = फ)

৩। যেসকল দেবনাগরী অক্ষর পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর আকারের দিক থেকে বিসদৃশ কিন্তু উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় সদৃশ সেগুলি আগে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেমন -শ=য=স (श = ष = स)

৪। সংযোজনীয় স্বরবর্ণগুলি পরবর্তীস্তরে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেমন- আ(া), ই(ি), ঈী)

৫। তারপর সংযুক্ত অক্ষরগুলি শেখাতে হবে। যেমন - ক্ষ (क्ष), জ্ঞ (ज्ञ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী অক্ষরগুলি শিক্ষা দেওয়ার সময় তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করার জন্য সহজ, সরল ও শিক্ষার্থী বৃন্দের পরিচিত সাধারণ পদ নিচয়ের মাধ্যমে এবং চিত্রাদির সাহায্যে দেবনাগরী শিক্ষা দেবেন। এইভাবেই পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে দেবনাগরী লিপির সাহায্যে তাদের পারদর্শিতা জন্মাবে। এই লিপির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তা কেবল সৃষ্টিরই উৎস ঘটাবে না, তা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রেও তার একটা বিরাট অবদান থাকবে।

৬.৪ সংস্কৃত গদ্যপাঠ/গদ্য শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

কাব্য দুই প্রকার - শ্রব্য কাব্য এবং দৃশ্য কাব্য। দৃশ্য কাব্য বলতে আমরা বুঝি নাটক, প্রকরণ ইত্যাদি। শ্রব্য কাব্য দুই প্রকার - ১) কথা ও ২) আখ্যায়িক। শ্রব্যকাব্যই গদ্য কাব্য। গদ্য কথাটির ব্যুৎপত্তি হল গদ্+স অর্থাৎ যা বলা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই গদ্যের কোন প্রচলন ছিল না। পদ্য কাব্য প্রভাবিত হয়েই গদ্যকাব্যের উদ্ভব। আলংকারিকেরা বলেন - 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি' অর্থাৎ গদ্য কবি প্রতিভার কষ্টিপাথর। তাছাড়া 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এটা কি গদ্যে বা পদ্যে কিছুই আসে যায় না। বাক্য যখন রসসমৃদ্ধ হয় তখন তা কাব্য হয়। গদ্য কাব্য ও কাব্য, তার রচয়িতাকে কবি বলা হয়।

গদ্যপাঠের উদ্দেশ্য : পদ্য পাঠের মতো গদ্যপাঠের কতকগুলি উদ্দেশ্য বর্তমান -

১) শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

২) সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান, সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার ও এই ভাষায় কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৩) সরব ও নীরব পাঠের মধ্য দিয়ে দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করা। স্পষ্ট উচ্চারণ দক্ষতা এবং বানান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

৪) পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং গদ্যসাহিত্যের রসাস্বাদনে সহায়তা করা।

৫) ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রতিশব্দ জানা এবং পুনরায় শব্দগুলিকে সংস্কৃত বাক্যে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করা।

৭) সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, বাচ্য প্রভৃতি ব্যাকরণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

৮) সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

৯) বুদ্ধিবৃত্তি, মননশীলতা এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

গদ্য শিক্ষণ পদ্ধতি : সংস্কৃত গদ্য কিভাবে পড়াতে হবে এই নিয়ে শিক্ষকেরা অনেক সময় সমস্যায় পড়েন। অনেকসময় আবার দায়সারা মত সংস্কৃত গদ্যের বাংলা অনুবাদ করে দিয়েই পাঠদান শেষ করেন। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজে এইভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় বর্তমানে সংস্কৃত গদ্য শিক্ষাদানের মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই সেই পদ্ধতিগুলিকে স্মরণে রেখে শিক্ষকমহাশয় এইভাবে সংস্কৃত গদ্যশিক্ষা দেবেন।

প্রথমত, শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সরল সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। আর এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করবেন। প্রয়োজন মনে করলে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, পঠনীয় বিষয়টিকে শিক্ষক মহাশয় সুন্দরভাবে সরব পাঠ করবেন। সন্ধি, সমাস যুক্তভাবে স্পষ্ট উচ্চারণের দ্বারা উচ্চারণ দক্ষতায় সংস্কৃত শিক্ষকের প্রধান গুণ। এরপর বিষয়টি কয়েকটি উপএককে ভাগ করে নেবেন। উপএককটি সন্ধিযুক্ত বা বিযুক্তভাবে সরবপাঠ করবেন। শিক্ষার্থীরা বইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষক মহাশয়ের পাঠকে অনুসরন করবে। এরপর শিক্ষক মহাশয় কয়েকজন ছাত্রকে সরব পাঠ করতে বলবেন। তাদের উচ্চারণে ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন, কঠিন শব্দগুলির অর্থ বলে দেবেন। সপ্তম, অষ্টম প্রভৃতি শ্রেণীতে পাঠদানকালে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় এবং উচ্চ শ্রেণীতে পাঠদানকালে বাচ্য, অলংকার প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলবেন।

তৃতীয়ত, পঠনীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেমন- মডেল, চার্ট, ছবি প্রভৃতি শ্রেণীকক্ষে টাঙিয়ে দেবেন। ফলে পাঠের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষক মহাশয় বিশ্লেষণ করে দেবেন।

চতুর্থত, এরপর সরল সংস্কৃত ভাষায় ছাত্রদের কতকগুলি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীগণ পাঠ আয়ত্ত করতে পারল কি না, পঠিত শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগ করতে পারছে কি না-এবিষয়ে শিক্ষক মহাশয় নজর রাখবেন এবং সমগ্র অংশকে আবার সরবপাঠ করবেন।

পঞ্চমত, সামান্য গৃহকাজ দেবেন। যেমন - বাক্যরচনা, শব্দের প্রতিশব্দ, সন্ধি, সমাস এবং সংস্কৃত ভাষায় ছোট ছোট প্রশ্ন শিক্ষার্থীদেরকে বাড়িতে করতে দেবেন।

শিক্ষক মহাশয়কে মনে রাখতে হবে শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারই গদ্য শিক্ষা তথা সংস্কৃত শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষক মহাশয় যতদূর সম্ভব মাতৃভাষা পরিহার করে সরল সংস্কৃত ভাষায় গদ্যপাঠ দেবেন। সেখানে মাতৃভাষা ছাড়া অর্থ বোঝানো সম্ভব নয় একমাত্র সেখানেই মাতৃভাষা ব্যবহার করবেন।

৬.৫ সংস্কৃত কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

সাহিত্যের দুটি ধারা পদ্য ও গদ্য। পদ্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকদের অভিমত হল - 'ছন্দবদ্ধোপদং পদ্যম' অর্থাৎ ছন্দ দ্বারা নিবদ্ধ পদকে পদ্য বলা হয়। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্য এবং গদ্য উভয় রচয়িতাকেই কবি বলা হয়।

পুরাকালে তমসা নদীর তীরে কোন এক ব্যাধ কর্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চের বিচ্ছেদে বিরহার্তা ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দনে আপ্লুত মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল সে অভিশাপবাণী -

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেবংমবধীঃ কামমোহিতম্।।''

এই অভিশাপবাণীই ছিল প্রথম শ্লোক বা পদ্য। তাই পদ্য হচ্ছে অনুভবের বিষয়, বিচারবিতর্কের বিষয় নয়। কবি ছন্দে, অলংকারে, লাবণ্যে, কল্পনায় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে এক রসঘনমূর্তি রচনা করেন। কবিতা বা পদ্য সেই কবি কল্পনার রসঘনমূর্তি। কবি যা বলতে চান বা তিনি যা অনুভব করেছেন তা সবটুকু বাণীবদ্ধ হয় না। কবির সেই ভাবমথিত না বলা বাণী উন্মোচন করে প্রকাশ করাই হল শিক্ষকের কাজ। তাই কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের অর্থ এবং দু-একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে দিলেই সংস্কৃত কবিতা শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয়না। সংস্কৃত কবিতা শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের সেই অপরূপটি মোহময় কাব্যজগতে নিয়ে যাওয়াই হল কবিতা শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এখন সংস্কৃত কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে -

১) সংস্কৃত পদ্যসাহিত্যে শিক্ষার্থীদের রুচিবোধ জাগ্রত করা।

২) যথোচিত ছন্দ, যদি, লয়, অভিনয় অনুসারে ভাবানুসারী পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩) কবির অনুভূতি, কল্পনা ও বাণীর অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

৪) কবিতার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিয়ে কাব্য সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করা এবং কাব্যপাঠের মাধ্যমে কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৫) কবিতার বিশেষভাব ও কাব্যগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

৬) কবিতার রস, অলংকার, ধ্বনি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

৭) সৃজনাত্মক শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে ছাত্রদের কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৮) রসসমৃদ্ধ শ্লোকসমূহ কণ্ঠস্থিকরনে সহায়তা করা।

৯) কাব্যরীতি অনুসরণে সহায়তা করা।

সুতরাং সংস্কৃত কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কী উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বা কোন্ ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য শ্লোক রচনা করেছেন-শিক্ষার্থীদের কাছে তা পরিস্ফুট করাই হল সংস্কৃত কবিতা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি : - আগেকার দিনে পদ্য পড়ানো হত গদ্যের মত করে অর্থাৎ প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুবাদ, ব্যাকরণ প্রভৃতি আলোচনা করা হোত। ফলে কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাহত হত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে কবিতা শিক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয় তা হল মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পদ্ধতিগুলি হল -

প্রথমত, শিক্ষকমহাশয়ের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করে তাদেরকে পাঠ্যাভিমুখী করে তুলবেন। তারপর পাঠ্যবিষয়টিকে মাতৃভাষায় আলোচনা করবেন। তবে সরল সংস্কৃত ভাষায় পাঠ্যবিষয়টির বিষয়বস্তু বলা যেতে পারে। কিন্তু সেইসঙ্গে মাতৃভাষায় আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকমহাশয় কবিতাটির স্বর, ছন্দ প্রভৃতি বজায় রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে প্রথমে সন্ধিযুক্ত ভাবে সরব পাঠ করবেন। সন্ধিযুক্তভাবে সরবপাঠ না করলে কবিতার ছন্দ পতন হবে। তারপর শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে সরব পাঠ করতে বলবেন এবং তাদের ভুল শিক্ষক মহাশয় সংশোধন করে দেবেন।

তৃতীয়ত, পাঠটি ভালভাবে উচ্চারিত হলে তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবেন। ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়কে সর্তক থাকতে হবে যেন ব্যাকরণের বেশি আলোচনা কবিতাপাঠের রসাস্বাদনকে নষ্ট না করে।

চতুর্থত, এরপর কবিতাটিকে কয়েকটি এককে ভাগ করে নেবেন এবং এক-একটি এককের সারাংশ বাংলা কিংবা সরল সংস্কৃত ভাষায় বলবেন। প্রয়োজনে বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখে নেবে। এরপর শিক্ষকমহাশয় যে এককটি পড়াচ্ছেন সেই এককের মধ্যে থেকে সরল সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন করবেন আর এইভাবেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান পর্ব চলতে থাকবে।

পঞ্চমত, অনেকেই সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেন না; কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং বাংলা ভাষার সাহায্যেই সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করবেন। প্রয়োজনে অন্য যেকোন ভাষার সদৃশ উক্তি শিক্ষকমহাশয় ব্যবহার করতে পারেন। যেমন সংস্কৃতের মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ এই উক্তিটি বোঝানোর জন্য শিক্ষক মহাশয় বাংলা কবিতার অংশটি বলবেন -

''মহাজ্ঞানী মহাজন সে পথে করে গমন
হয়েছে চিরস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।।''

সবশেষে শিক্ষকমহাশয় আবার সরবপাঠ করবেন। কবিতার অর্থ, ভাব, মাধুর্য শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন এবং শেষে কবিতাটিকে ভালোভাবে বাড়িতে পড়ে আসতে বলবেন।

১০) ভারতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য কী কী পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে? আপনার মতে প্রাতস্তরে সংস্কৃত শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কী কী? সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য ভাষামাধ্যমই বা কী হওয়া উচিত?

১২) সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের স্থান :-

ভাষা ভাবের বাহন আর এই ভাষাকে যথাযথ নির্ভুল এবং বিশদভাবে পরিচালন করে ব্যাকরণ। তাই বলা হয় - 'ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দাঃ অনেন ইতি ব্যাকরণম্' অর্থাৎ শব্দকে ব্যাকৃত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করাই হল ব্যাকরণ। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে ভাষার অন্তর্গত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবোধ হয় এবং সেইভাষা শুদ্ধ ভাবে বলতে, লিখতে এবং পড়তে পারা যায় সেই শাস্ত্রই ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বি-আ-কৃ+অনট্ অর্থাৎ বিশেষভাবে আকরণ বা বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বৈয়াকরন বিভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে Dr. H. Sweet বলেছেন - "Grammar is the practical analysis of languages, its anotomy"।

ব্যাকরণ শিক্ষাদান বিষয়ে বা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা বলেন ব্যাকরণ ছাড়া ভাষাশিক্ষা তথা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা পণ্ডশ্রমমাত্র । কিন্তু আধুনিকপন্থীরা বলেন ব্যাকরণ ছাড়াই ভাষাশিক্ষা লাভ করা যায়। তবে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা নেই একথা তারা বলতে পারেননি।

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বলেন 'Grammar is the skeleton of languages' অর্থাৎ ব্যাকরণ হল ভাষার কঙ্কাল। সেই অর্থে কঙ্কালের উপর মেদ, মাংস প্রভৃতি সাজিয়ে যেমন সুন্দর মানুষের সৃষ্টি হয় তেমনি ব্যাকরণের উপর বর্ণ, ছন্দ, রস, অলঙ্কার প্রভৃতির মিশ্রণে কাব্য বা সাহিত্যের সৃষ্টি। সুতরাং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে।

সুদূর প্রাচীন যুগ থেকে ব্যাকরণের পাঠ চলে আসছে। বৈদিক ঋষিগণ ব্যাকরণকে ষড়বেদাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। আর সেই থেকেই ব্যাকরণের নিয়মগুলি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ভাষা নদীর মতো প্রবহমান আর সেই ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সূত্রের মালা গেঁথেছেন বৈয়াকরণগণ।

সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের স্থান যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শিক্ষাকে গৌণ হিসাবে ধরা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে - 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'। আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন

- 'কাব্যরসপিপাসু লোককে কখনো ব্যাকরণশাস্ত্রে এবং তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিকে গুরু করা উচিত নয়। কারণ ব্যাকরণের জটিলতা সাহিত্যরসাস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এমন অনেককে দেখা যায় যিনি ব্যাকরণ জানেন না, অথচ সাহিত্যপাঠের রসাস্বাদন করে সুন্দর সাহিত্য রচনা করেন। আবার ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও কোন পণ্ডিত একটিও শ্লোক রচনা করতে পারেন না।

তাহলে কি আমরা বলব সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে ব্যাকরণ শেখানো উচিত নয়-একথা কখনোই নয়। ব্যাকরণে রয়েছে দুটি দিক-১) Functional অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং ২) Theoritical অর্থাৎ তাত্ত্বিক। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাত্ত্বিক দিক বর্জন করে ব্যবহারিক দিকের উপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ সংস্কৃতশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শব্দের গঠন পদ্ধতি, ব্যুৎপত্তি, প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতির উপর জোর না দিয়ে কেবলমাত্র শব্দগুলির প্রয়োগগত দিকের উপর জোর দিতে হবে। তারপর ব্যবহারিক ব্যাকরণে শিক্ষার্থীগণ কিছুটা দক্ষতা অর্জন করলে তাত্ত্বিক ব্যাকরণ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। আসলে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভাষার বিজ্ঞান শিক্ষালাভের মানসিকতা লাভ করে। সেকথা মনে রেখে আমাদেরকে উপযুক্ত সময়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুখস্থ না করিয়ে আরোহী পদ্ধতিতে প্রথমে দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ, পরে শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণ, তারপর সাধারণ সূত্রগঠন এবং শেষে সেই সূত্রের প্রয়োগ। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলিই হবে ব্যাকরণ পাঠের ভিত্তি।

সবশেষে বলা যায় আমাদের উদ্দেশ্য ভাষা শেখানো, ব্যাকরণ শেখানো নয়। কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। তাই ভাষা শেখাতে গেলে অবশ্যই ব্যাকরণ শেখাতে হবে। ব্যাকরণ হল ভাষা শিক্ষার উপায়মাত্র। ব্যাকরণের মধ্য দিয়েই ভাষার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। ব্যাকরণ তাই ভাষার মধ্যে প্রবেশের পথমাত্র। তাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাকরণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৬.৬ ব্যাকরণ শিক্ষণ পদ্ধতি

ব্যাকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিমত নেই। নতুন পদ্ধতিতে ব্যাকরণকে অবহেলা করে যে সমালোচনা করা হয়েছে তার কোনরূপ সত্যতাও নেই। ব্যাকরণ পাঠ ছাত্রছাত্রীদের কাছে যাতে নীরস না হয়ে সরস এবং হৃদয়গ্রাহী হয় তারজন্য নতুন পদ্ধতিতে নানা প্রকার কলাকৌশল অবলম্বন করে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হত, ভাষা শিক্ষার প্রতি ততটা নয় বলে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে অবরোহ পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে আরোহ পদ্ধতি ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

ব্যাকরণ শিক্ষার অবরোহ পদ্ধতি :- এটি ব্যাকরণ শিক্ষার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রথমে পূর্ব নির্ধারিত সূত্রগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা হয়। তারপর দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগ দ্বারা সূত্রের সত্যতা বা যথার্থ্য বিচার করা হয়। এই পদ্ধতিতে মুখস্থীকরণের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। ফলে ব্যাকরণ জ্ঞানের উপর শিক্ষার্থীদের যতটা প্রভাব পড়ে ভাষার প্রয়োগের দিকে ততটা পড়ে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কালে প্রথমে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতির সূত্রগুলি মুখস্ত করতে হয়। এবং পরে সেগুলির প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি হল সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে যাওয়া।

ব্যাকরণ শিক্ষার আরোহ পদ্ধতি :- ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে আরোহ পদ্ধতিই ব্যাকরণ শিক্ষার শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত এই পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় অনেকগুলি দৃষ্টান্ত

শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। তারপর শিক্ষার্থীগণ দৃষ্টান্তগুলি যাতে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে নজর রাখতে হয়। শিক্ষকমহাশয় এই দৃষ্টান্তগুলির বৈশিষ্ট্য যেমন কারক-বিভক্তি, বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্ক, প্রকৃতি-প্রত্যয়, ধাতু প্রভৃতির দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর তাদের সহযোগিতায় ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির শ্রেণীকরণ এবং বর্গীকরণ করবেন। আর এই শ্রেণীকরণ এবং বর্গীকরণের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে সাধারণ সূত্র। তারপর আবিষ্কৃত সাধারণ সূত্রটি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। যেমন -

নরঃ গচ্ছতি কঃ গচ্ছতি - নরঃ গচ্ছতি-গম্ + লট্তি (১মা ১ব.)

নরৌ গচ্ছতিঃ কৌ গচ্ছতি-নরৌ গচ্ছতঃ - ...+ ..তম্ (২ বচন)

নরাঃ গচ্ছন্তি কে গচ্ছন্তি - নরাঃ গচ্ছন্তি - .....+..অন্তি (বহুবচন)

সন্ধির ক্ষেত্রে -

শশ+অঙ্কঃ= শশাঙ্কঃ (অ+অ=আ)

দেব+আলয়ঃ= দেবালয়ঃ (অ+আ=আ)

বিদ্যা +আলয়ঃ= বিদ্যালয়ঃ (আ+আ=আ)

সূত্র - অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আরোহপদ্ধতির ক্রম প্রথমত পর্যবেক্ষণ (observation), দ্বিতীয়ত শ্রেণীকরণ এবং বর্গীকরণ (Classification & Talrelation), তৃতীয়ত সাধারণ সূত্রনির্ধারণ বা পুনরুক্তি (Generalization and repeatation) চতুর্থত অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)। ব্যাকরণ জটিল বিষয়, তাই ব্যাকরণের আলোচনা মাতৃভাষাতেই করা উচিৎ। যেহেতু ব্যাকরণের সূত্রগুলি বিমূর্ত সেইহেতু এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সময় কৃষ্ণফলক বা ব্ল্যাকবোর্ডকে খুব বেশী ব্যবহার করতে হয়।

৬.৭ রচনার শিক্ষণ (Teaching of Composition)

ভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল নিজের মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। আমরা বলা ও লেখার মাধ্যমে মনের ভাবকে প্রকাশ করে থাকি। আর এই মনের ভাব প্রকাশের জন্য রচনার শিক্ষণ অনেকগুরুত্ব পূর্ণ। তাই আধুনিক কালে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় রচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রচনা বা প্রবন্ধ লিখনকে দুভাবে ভাগ করা যায় - মৌখিক ও লিখিত। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকেই রচনা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্ভুল ও রীতিসম্পন্ন বাক্য তৈরী ও বাক্যবিন্যাসই হয় শিক্ষার্থীর প্রথম রচনা। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে বাংলা ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শুনতে শুনতে শিক্ষার্থীদের যে কোন বিষয়ে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর এই ভাবেই মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লিখিত রচনার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৬.৮ সারসংক্ষেপ

গদ্যপাঠে শিক্ষার্থীরা যাতে নতুন নতুন শব্দসমষ্টি, বাক্‌ধারা ও প্রবাদ সমূহ আয়ত্ত করতে পারে সে বিষয়ে গদ্যপাঠ পদ্ধতি সাহায্য করে। এছাড়া গদ্যপাঠের অবকাশে শিক্ষার্থীরা যাতে সংস্কৃত গল্পাদি নিরবে পাঠ করে হৃদয়াঙ্গম করবার অভ্যাস গড়ে তোলে, অনুবাদ রচনা প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

পদ্যের আবেদন হৃদয়ে, পদ্যকে অনুভব করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। রসাস্বাদনই কবিতা পাঠের মূল কথা এবং সুভাষিতাবলির মতো কতকগুলি শ্লোক দিয়ে এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যাপ্রশস্তিমূলক, বর্ষাবর্ণনম্, সরস্বতীবন্দনা ইত্যাদি একই ভাবাত্মক শ্লোক সংগ্রহের জ্ঞান দিতে হবে।

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে কাব্যপাঠের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া ব্যাকরণপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক শৃঙ্খলা গঠিত হয়। সর্বপরি কাব্যার্থ জ্ঞানে সহায়তা করে ব্যাকরণ। তাই ব্যাকরণ শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের অবাধ বিচরণের দক্ষতা থাকা দরকার।

প্রাচীন পদ্ধতিতে রচনার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে রচনা লেখার গুরুত্ব অনেকখানি। তাই সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার জন্য এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষণব্যবস্থায় রচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.৯ সহায়ক পুস্তক

১) সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২) সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬.১০ প্রশ্নাবলী

১। দেবনাগরী লিপির পঠন ও লিখন কিভাবে শিখবে তা আলোচনা করুন।

২। গদ্যশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। পদ্যশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

একক — ৭ : ভুল বানান ও তার পরিশুদ্ধিকরণ

বিন্যাসক্রমঃ

৭.১ ভূমিকা

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ বানান কাকে বলে?

৭.৪ বানান ভুলের কারণ।

৭.৫ বানান ভুলের প্রতিকার।

৭.৬ সারসংক্ষেপ

৭.৭ সহায়ক পুস্তক

৭.৮ প্রশ্নাবলী

৭.১ ভূমিকা

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বানানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের যাতে বানানের শুদ্ধিকরণ ঘটে সেই দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৭.২ উদ্দেশ্য

১। বানান কাকে বলে তা জানতে পারবেন।

২। শিক্ষার্থীদের বানান কেন ভুল হয় তা জানতে পারবেন।

৩। বানান ভুলের প্রতিকার কিভাবে করা যায় তা জানতে পারবে।

৪। ভারতীয় শিশুদের বানানে অসুবিধা কোথায় তা জানতে পারবেন।

৭.৩ বানান কাকে বলে? What is Spelling?

বর্ণধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় যোগে বানান শব্দটি পাওয়া যায়। বর্ণন শব্দটির অর্থ বর্ণনা করা অর্থাৎ বর্ণবিন্যাসের দ্বারা যে অর্থযুক্ত শব্দ গঠিত হয় তাকে বানান বলে। কোন শব্দের অর্থ হল তার প্রাণ এবং বানান হল তার শরীর। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ একান্তই কাম্য।

৭.৪ বানান ভুলের কারণ Causes of Spelling Mistake

যে কোন সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রধান সমস্যা হল বানান ভুলের সমস্যা। কারণ বানান যদি ভুল হয় তাহলে কোন সাহিত্যের রসই ঠিকমত আস্বাদন করা যায় না। এছাড়া বানান ভুল শব্দের অর্থভেদে ভয়ঙ্কর অসুবিধা ঘটায়, যে যে কারণে বানানের ভুল হয় সেগুলি হল -

১) **পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রনে ভুল** - পাঠ্যপুস্তকে ভুল বানান শিক্ষার্থীরা সরল মনে সেই বানান অনুকরণ করে এবং তাতেই অভ্যস্থ হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বানান ভুল শেখে।

২) **ভুলউচ্চারণ** - শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যখন কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন তখন যদি তার উচ্চারণ সঠিক ও সুন্দর না হয় তবে শিক্ষার্থীরা বানান ভুল শেখে।

৩) **অক্ষরের অস্পষ্টতা** - পাঠদানকালে শিক্ষকমহাশয় কৃষ্ণফলকে যে বানানটি লিখে দেবেন সেটি যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে সঠিক বানানটি না লিখে ভুল বানানটি লিখে ফেলে।

৪) **অমনোযোগীতা** - যদি শিক্ষার্থীরা শৈশবে বর্ণের সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত না থাকে তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে মনোযোগ সহকারে বানান পাঠ করা উচিত তা নাহলে অমনোযোগীতা বানান জীবনে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

৫) **ব্যাকরণের জ্ঞান :** ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা বানান ভুলের অপর একটি কারণ। এ ব্যাপারে সজাগ হতে গেলে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, নৃত্ত্ববিধান, যত্ত্ববিধান ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া দরকার।

৬) **উচ্চারণে সমস্যা :** শিক্ষক পাঠদানের সময় যদি ঠিকঠাকভাবে শব্দের উচ্চারণ না করেন শিক্ষার্থীরা ভুল বানান শিখবে ও লিখবে।

৭) **লেখার অনভ্যাস :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত বানান লিখে মুখস্থ করা। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা একেবারে নাই বললেই চলে।

৮) **সমোচ্চারিত বর্ণজনিত সমস্যা :** সংস্কৃতে 'তালব্য 'শ' মূধন্য 'ষ' এবং দন্ত্য 'স' এই সমোচ্চারিত বর্ণগুলি ভালো করে লক্ষ্য রাখা দরকার। অন্যদিকে 'র', 'ড়', 'ঢ়', 'জ', 'য' ইত্যাদি বর্ণমালার উচ্চারণগত সমস্যাও বানান ভুলের অন্যতম কারণ।

৭.৫ বানান ভুলের প্রতিকার (Method of correcting spelling mistakes)

বানান ভুলের যেমন সমস্যা আছে তেমন তার প্রতিকারও আছে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বানান ভুলের প্রতিকারের জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেমন -

১। বানান শেখার পূর্বে ভাষা শিখতে হবে কারণ শিক্ষার্থীদের যদি ভাষার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা না জন্মায়, তাহলে তারা কোন ভাবেই শুদ্ধ বানান শিখতে পারবে না।

২। বানান ভুলের প্রতিকারের জন্য শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা অভ্যাস করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সাহিত্য, খবরের কাগজও পত্রিকা পাঠ করার অভ্যাস তৈরী করতে হবে। তাতে বানান ভুলের প্রতিকার হতে পার।

৩। শিক্ষক মহাশয়দের লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিদ্যালয়ে নির্বাচিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে যেন বানান ভুলের মুদ্রণ না ঘটে। ঘটলেও শিক্ষক মহাশয় যেন শ্রেণীকক্ষে তার সংশোধন করে।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হবে তা না হলে বানান ভুলের প্রবণতা থেকে যাবে।

৫। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষক কঠিন বানানগুলি কৃষ্ণফলকে যখন লিখবেন তখন যেন স্পষ্ট ভাবে লেখেন।

৬। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌রা খেলাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলেছেন। তাই Spelling drell এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ বানান শেখানো যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে এই বানান ভুলের প্রতিকার অনেকটাই করতে পারে অভিধান। শিক্ষার্থীদের অভিধান চর্চা অবশ্য করণীয়।

৭.৬ সারসংক্ষেপ

সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যা আমাদের চোখে পড়ে তা হল বানান ভুলের সমস্যা। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ ভুল হয় ন-কার ও স-কার গুলির মধ্যে। তাই শিক্ষার্থীদের নত্ত্ববিধান, ষত্ত্ববিধান, প্রত্যয়, শব্দ ধাতুর রূপ শেখে। অভিধান ব্যবহার করলে সংস্কৃত বানান ভুলের প্রবণতা কমে যায়।

৭.৭ সহায়ক পাঠ্য

১) সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২) সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭.৮ প্রশ্নাবলী

১) বানান ভুলের কারণ ও প্রতিকারগুলি লেখ।

একক — ৮ : পাঠ সহায়ক উপকরণ

বিন্যাসক্রমঃ

৮.১ ভূমিকা

৮.২ উদ্দেশ্য

৮.৩ আদর্শ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য।

৮.৪ পাঠপরিকল্পনা প্রস্তুতি।

৮.৫ সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা প্রদীপনের স্থান এবং তার যথার্থ ও কার্যকরী ব্যবহার।

৮.৬ সারসংক্ষেপ

৮.৭ সহায়ক পুস্তক

৮.৮ প্রশ্নাবলী

৮.১ ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর পাঠ্যক্রমে সপ্তম শ্রেণীতে প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা সূচনা ঘটে। হঠাৎ করে সংস্কৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেওয়ায় তারা অসুবিধা বোধ করে। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে এই ভাষাকে আপন করে নিতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পুস্তকের পাঠ্যক্রম তৈরী করা প্রয়োজন।

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য, প্রেষণা সৃষ্টির জন্য, পাঠদান প্রক্রিয়াটি মূর্ত্ত করার জন্য, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য, হাতে কলমে নিজে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনে শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার করেন। এতে পাঠ্য পুস্তকস্থ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হতে পারে। বিশিষ্ট জার্মান শিক্ষাবিদ সোহান হার্বাট এর কাছ থেকে পাঠপরিকল্পনা বা পাঠটীকার ধারণাটি এসেছে। পাঠপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখনে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অবহিত হতে পারেন। পাঠ্যক্রমের প্রতিটি এককের উপএককগুলিকে সুন্দরভাবে বুঝতে সাহায্য করে পাঠপরিকল্পনা।

৮.২ উদ্দেশ্য

- ভালো পাঠ্যপুস্তকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা জানতে পারবেন।
- সপ্তম শ্রেণীর জন্য সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক কেমন হবে তা জানতে পারবেন।
- অষ্টম শ্রেণীর জন্য সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক কেমন হবে তা জানতে পারবেন।
- শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রদীপন গুলির প্রকারভেদ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন।

- পাঠপরিকল্পনার সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পাঠপরিকল্পনার গুরুত্ব বিচার করতে পারবেন।
- পাঠপরিকল্পনার প্রস্তুতির নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.৩ আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলী (Characterislies of Good Text book)

সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত পাঠ্য-পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে বিবেচিত করতে হবে তা না হলে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে।

আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের দুটি দিক আছে - ১) বাহ্যিক দিক, ২) অভ্যন্তরীণ দিক।

বাহ্যিক দিক : পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই, সাজসজ্জা যেন মজবুত ও সুন্দর হয়। পুস্তকের কাগজ এমন হবে যাতে এক পাতার অক্ষর অন্য পাতাই যেন বোঝা না যায়। পুস্তকের ছাপা যেন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়। প্রয়োজনমত পুস্তকে ছবি ও স্কেচ প্রভৃতি থাকবে শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

অভ্যন্তরীণ দিক : আদর্শ পুস্তকের যে সকল অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলি হল :

১। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে, যাতে সেই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, পছন্দ, আগ্রহ ও বুদ্ধির উপযোগী হয় এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

২। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে বিষয়বস্তুগুলিকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিখতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়।

পাঠ্যপুস্তকের সার্থকতা পরিপূর্ণ হয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের উপর। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বাচনভঙ্গী যে সহজ, সরল সুন্দর তথা সাবলীল হয়। এছাড়া বর্ণনীয় বিষয়গুলি যেন চিত্রধর্মী হয়।

সপ্তম শ্রেণীর জন্য আদর্শ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য (Charecteristic of a good text book in Sanskrit for class VII)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পাঠ্যক্রমের সপ্তম শ্রেণীতেই প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সূচনা ঘটে। শিক্ষার্থী যাতে সহজেই এই ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার সেগুলি হল নিম্নরূপ :

১। সংস্কৃত ভাষার পুস্তকের প্রথমেই দেবনাগরী অক্ষরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা থাকে। স্বরবর্ণ যুক্ত বর্ণমালা অবশ্যই থাকবে।

২। যুক্তাক্ষর থাকবে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে। এছাড়া যুক্তাক্ষর যুক্ত ছোট ছোট বর্ণমালার তালিকা থাকবে।

৩। ১-১০ পর্যন্ত দেবনাগরী অক্ষরে সংখ্যা সমূহের তালিকা থাকবে।

৪। অ-কারান্ত, আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত, ঋ-কারান্ত শব্দের গঠন ও লিঙ্গ ও বচন ভেদ দেওয়া থাকে।

৫। বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রয়োগবিধি দেওয়া থাকবে। সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, বিভক্তির প্রয়োগবিধি অবলম্বনে বিভিন্ন অধ্যায় থাকবে।

৮.৪ পাঠপরিকল্পনা প্রস্তুতি (Preparation of Lesson plan on Method subjects)

Lesson Plan হবে দৈনন্দিন পাঠটীকার উপরে। শিক্ষক একদিনের ক্লাসে ৪০ মিনিটের মধ্যে যে বিষয়ে পড়াবেন, সেই বিষয়ের উপর Lesson plan হবে। সেই Lesson plan হবে শিক্ষকের অবগতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা শিক্ষার্থীরা জানবে না।

কোনো কাজ ঠিকঠাক ভাবে করার জন্য নির্দিষ্ট plan-এর প্রয়োজন। কোনো বিষয়কে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার জন্য Lesson plan-এর প্রয়োজন। ১) সারা বছরের পুরো সিলেবাসকে ক্লাস হিসাবে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন। ২) Unit Wise Plan সারা বছরের সিলেবাসকে Period অনুযায়ী Unit হিসাবে ভাগ করা। ৩) দৈনন্দিনের বিষয়ের জন্য দৈনন্দিন পাঠটীকার প্রয়োজন। অর্থাৎ একদিনের ক্লাসে ৪০ মিনিটে শিক্ষক কী বিষয়ে পড়াবেন সেই বিষয়ে একটা লিখিত পরিকল্পনা করবেন, তাকে 'Daily Lesson Plan' বলা হয়। এই দৈনন্দিন পাঠটীকা বা Daily Lesson Plan শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কে সাহায্য করবে।

Daily Lesson Plan-এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব :

যে বিষয়কে পড়ানো হচ্ছে, সেই বিষয় শিক্ষার্থী ঠিকভাবে লিখতে পারছে কিনা, সেই বিষয়ে অবৈধ জ্ঞান সৃষ্টি করা যায় Daily Lesson Plan।

Main যে জিনিসকে শিক্ষক পড়াতে চাইছেন, সেই বিষয়ে Coume crriculam সম্পর্কে অবগতি করানো যায়। ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন দিক শিক্ষক আগে থেকে ঠিক করতে পারে।

Selection of teaching aids সম্পর্কে শিক্ষক পরিকল্পনা করতে পারবেন। Low Cost এবং No Cost ঠিক করতে পারবেন।

Lesson Plan করা থাকলে শিক্ষার্থীকে কখন প্রশ্ন করা হবে বা ব্যাখ্যা করা যাবে, সেই বিষয়ে আগে থেকে ঠিক করা যাবে।

পুরো সিলেবাসের মধ্যে কোন্ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা Lesson Plan-এর মাধ্যমে শিক্ষক ঠিক করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ topic-এর উপর নজর দিতে পারে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

১। **Lesson Plan-এর Principle বা নীতি :** নির্দিষ্ট topic কে ঠিক করে নিতে হবে।

২। **উদ্দেশ্যের নীতি :** পড়ানো বিষয়ের উদ্দেশ্য যেন সঠিক থাকে।

৩। **বাস্তবতার নীতি :** পড়ানো বিষয়ের মধ্যে যে বাস্তবতা থাকে অর্থাৎ বাস্তব নির্ভর উদাহরণ নিতে হবে।

৪। **সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতি :** কোন্ কোন্ Point-এর উপর জোর দেব, সেই বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে।

৫। **পদ্ধতি নির্বাচনের নীতি :** বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে, সেই দিক লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

৬। **নমনীয়তা নীতি :** নিজেকে নমনীয় হতে হবে অর্থাৎ লোহা বা জল কোনোটিই নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করতে হবে।

৭। **মূল্যায়ণের নীতি** : যা পড়ানো হলো তা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থী শুনছে কিনা বা গ্রহণ ক রতে পেরেছে কিনা, সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের বর্তমানে Indian approch নীতি প্রচলিত। এই সমস্ত নীতি Harbert কে অনুসরণ করে তৈরী হয়েছিল। Harbert পাঁচটি স্তরের কথা বলেন এই নীতির, যথা -

a) Preparation Stage (আয়োজন স্তর)

b) Presetation Stage (উপস্থাপন স্তর)

c) Comparative Stage (তুলনামূলক স্তর)

d) Generation Stage (সাধারণী স্তর)

e) Application Stage (প্রয়োগ স্তর)

ভালো Lesson Plan-এর গুণ :

i) Objective অর্থাৎ Lesson Plan-এর উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হবে।

ii) Lesson Plan কে সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

iii) Lesson Plan এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীকে শেখাতে Participate করতে পারে।

iv) Lesson Plan-এর উদাহরণ যেন বাস্তব হয়।

v) Lesson Plan -এ teaching aids ব্যবহার করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকবে।

vi) Lesson Plan-এর বিষয়ের শেষে যাতে করা যায়।

vii) Lesson Plan-এমন হবে যাতে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

৮.৫ শিক্ষাপ্রদীপন কাকে বলে ও তার ব্যবহার : (Place of Teaching Aids in Sanskrit and their proper and effective use)

যে সকলবস্তু বা কৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ও সুন্দর করে তোলা যায় তাদেরই বলে শিক্ষাপ্রদীপন।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বিভিন্ন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এই শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার হয়ে থাকে। সেগুলি হল -

প্রথমত : সরাসরি জ্ঞানের জন্যে শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার করা হয়। যেমন - বিদ্যা প্রস্তুতিমূলক শ্লোক পড়াবার সময় বিদ্যাসাগর, রামমোহন ইত্যাদি ব্যক্তিত্বদের জীবনী শিক্ষা প্রদীপনের মাধ্যমে দেখাতে পারে।

দ্বিতীয়ত : পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিমূর্ত্ত জ্ঞান সহজভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত : শিক্ষা প্রদীপন শুধুমাত্র একই বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন না, বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। যেমন সংস্কৃত ভাষাতে পুরুষ, বচন, ক্রিয়া শেখাবার সময় যদি ইংরাজী ও বাংলার পুরুষ, বচন ও ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া যায় তাহলে বন্ধনের মাধ্যমে শিক্ষণকে কার্যকর করে তোলা যায়।

চতুর্থত : শিক্ষা প্রদীপন বিশেষভাবে অল্পবয়স্ক ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত : শিক্ষা প্রদীপন শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায়।

শিক্ষা প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ :

শিক্ষা প্রদীপনকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে - দর্শনমূলক প্রদীপন এবং শ্রবণমূলক প্রদীপন।

দর্শনমূলক প্রদীপন : যে শিক্ষা প্রদীপনগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেরা দেখে, পর্যবেক্ষণ করে, অলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে তাদের দর্শনমূলক প্রদীপন বলা হয়ে থাকে। দর্শনমূলক প্রদীপনগুলি হল -

১) মডেল, ২) ছবি, ৩) মানচিত্র, ৪) ডায়াগ্রাম, ৫) চার্ট, ৬) গ্রাফ, ৭) কার্টুন, ৮) পোষ্টার, ৯) ব্ল্যাকবোর্ড, ১০) বুলেটিন বোর্ড, ১১) ফ্লানেল বোর্ড, ১২) পুস্তক, ১৩) বস্তু, ১৪) কোনো বস্তুর নমুনা, ১৫) পুতুল, ১৬) মোবাইল, ১৭) স্কেচ, ১৮) ম্যাজিক ও ১৯) স্লাইড।

শ্রবণমূলক প্রদীপন : যে প্রদীপনগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা শুনে নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তাদের বলা হয় শ্রবণমূলক প্রদীপন। শ্রবণমূলক প্রদীপনগুলি হল - ১) গ্রামোফোন, ২) রেডিয়ো, ৩) টেপরেকর্ডার, ৪) শিক্ষকদের বক্তৃতা ও আলোচনা, ৫) আবৃত্তি, ৭) V.C.D, ৮) D.V.D।

সংস্কৃতভাষাতে শিক্ষা প্রদীপনের স্থান ও তার ব্যবহার :

অন্যান্য ভাষার মত সংস্কৃতভাষার পাঠদান কার্যকে যথার্থ করে তুলতে শিক্ষা প্রদীপনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকে সাবলীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে সকল শিক্ষা প্রদীপন ব্যবহার করা হয় তার যথার্থ ব্যবহার আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা প্রদীপনের স্থান কোথায়। সংস্কৃত শিক্ষক সংস্কৃত গদ্য বা পদ্য পাঠদানের জন্য চার্ট, মডেল, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি শিক্ষা প্রদীপন ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া গদ্য বা পদ্য পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে ঠিকঠাক উচ্চারণ শিখতে পারে তার জন্য শিক্ষক টেপরেকর্ডারের সাহায্য নিতে পারে।

যে কোন বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষা প্রদীপদনরূপে কৃষ্ণফলক বা ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার অপরিহার্য। এই কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে শিক্ষক শব্দের অর্থ, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারে।

পদ্য পাঠদান কালে সংগীতকে একটি বিশেষ শিক্ষা-প্রদীপনরূপে শিক্ষক গ্রহণ করতে পারেন। যেমন গুরুবন্দনা সরস্বতী বন্দনা, বৈদিক মন্ত্রগুলি সঙ্গীতের মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা বোধগম্য হয়ে ওঠে।

নাটক পাঠদানের সময় যদি শিক্ষক অভিনয়কে শিক্ষা প্রদীপনরূপে ব্যবহার করে তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা প্রদীপনের স্থান যথেষ্ট রয়েছে। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা প্রদীপনগুলি শিক্ষার্থীদের বয়স, রুচি, সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

৮.৬ সারসংক্ষেপ

পাঠ্যপুস্তক সবদিকে দৃষ্টিপাত না করে লেখা হলে ভাষা ও সাহিত্যর শিক্ষাদান কার্য ব্যর্থ হতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। নিম্নশ্রেণীর জন্য এক ধরণের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। আবার উচ্চশ্রেণীর আর একরকমের। কিন্তু নিম্নশ্রেণীতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি খুবই জটিল। সুতরাং সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদীপন সংস্কৃত শিক্ষণকে বিভিন্নভাবে প্রাণবান করে তোলে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলে। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রদীপনের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অবহিত হতে পারেন। পাঠ্যক্রমের প্রতিটি এককের উপএককগুলিকেও সুন্দরভাবে বুঝতে সাহায্য করে পাঠপরিকল্পনা। শ্রেণীর অবস্থা নিয়ন্ত্রনে এনে শিখনকে কার্যকর করে পাঠপরিকল্পনা, পাঠটীকা বা পাঠপরিকল্পনায় প্রেষণা ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৮.৬ সহায়ক পুস্তক

১) সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি - পম্পা চট্টরাজ

২) সংস্কৃত শিক্ষার পাঠনির্দেশ - ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮.৬ প্রশ্নাবলী

১) সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা প্রদীপনের স্থান ও তার ব্যবহার আলোচনা করুন।

২) একটি গদ্য বা পদ্যের পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন (শ্রেণী- অষ্টম)।